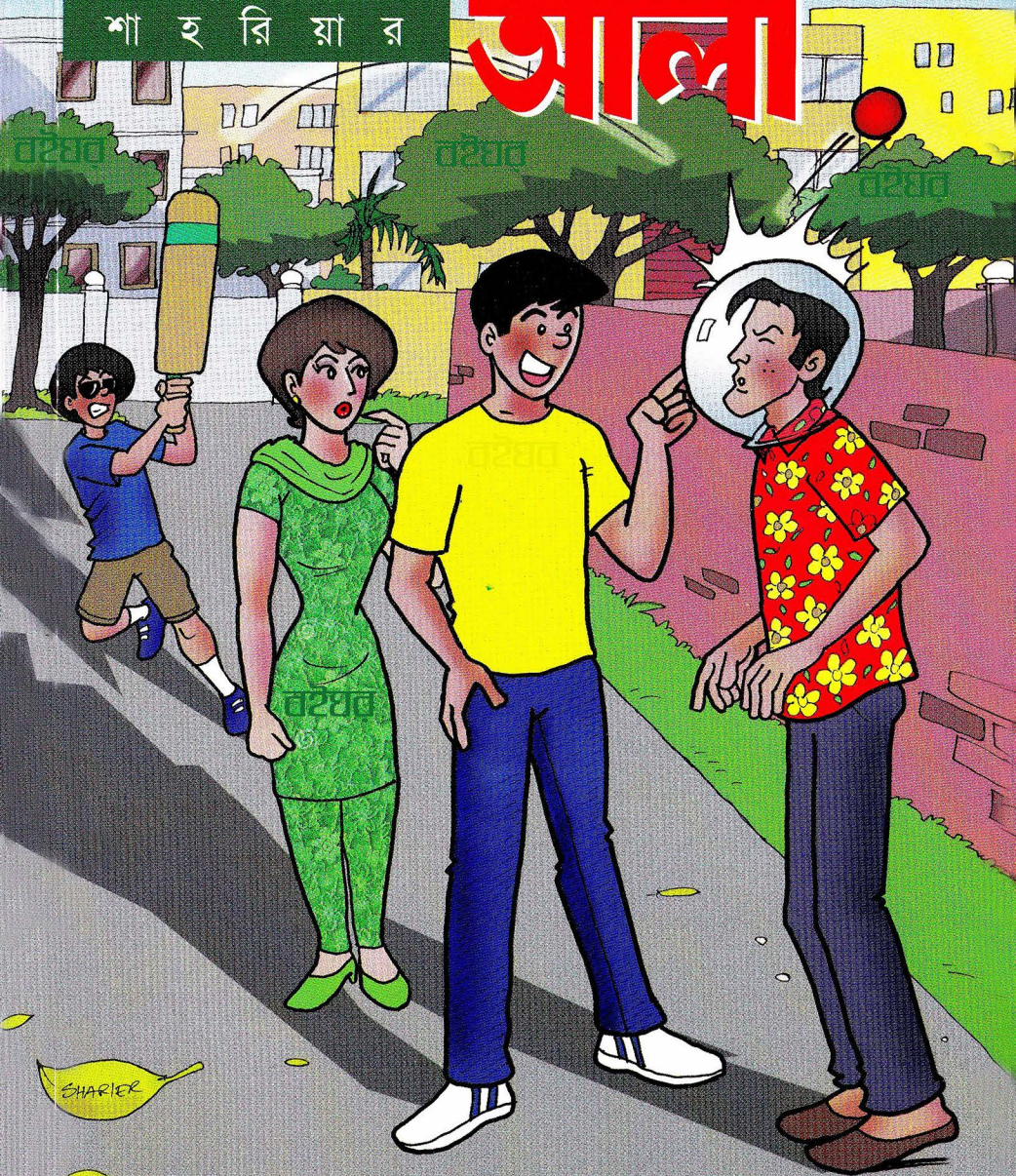


পাত্তা

০২৫০ নিবেদন বোম্বিক ১০ আলী

শা হ রি য়া র



SHARIF

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী বেসিক আলী। বাবা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তালিব আলী কায়দা করে তাকে ব্যাংকের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অফিস কলিগ রিয়া হকের সঙ্গে গড়ে উঠেছে চমৎকার সম্পর্ক। বেসিকের ছোটবোন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী নেচার আর ছোট ভাই স্কুল ছাত্র ম্যাজিক প্রতিদিনই ঘটায় মজাদার সব ঘটনা। বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে উদ্ভট কার্যকলাপ আর বাইরে রিয়ার মজাদার সঙ্গ এই নিয়ে কেটে যায় বেসিকের দিনকাল।

০২৪০.০৯



বয়স
18+

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.



বেমিকং ১০ আলী



শা হ রি য়া র



পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

EXCLUSIVE

বই

স্ক্যান

এডিট



ঘর

Visit Us at
boighar.com

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৪৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা-১২১৭
ফোন ৯৩৩৫৮২৬, ৮৩৬০০০৭
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৮৩১৩০০৬
ই-মেইল creativebooks@panjeree.net
ওয়েব www.panjeree.com

Basic Ali 10
by Sharier
First published in February 2018
by Panjeree Publications Ltd
43 Shilpacharya Zainul Abedin Sarak
(Old 16 Shantinagar), Dhaka 1217

Copyright
Sharier Khan

প্রচ্ছদ
শাহরিয়ার খান
গ্রহণ
শাহরিয়ার খান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বিদেশে পরিবেশক

অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ : এন আর বি স্কলার্স পাবলিশার্স
১৬৯-০৮, গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে জ্যামাইকা এস্টেট
নিউইয়র্ক ১১৪৩২, ইউএসএ।

মূল্য : ২২০ টাকা। (US\$ 11.00)

ISBN : 978-984-634-151-5

কমিষ্ব

বেসিক আলী ১০

শাহরিয়ার খান

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

কৃতজ্ঞতা

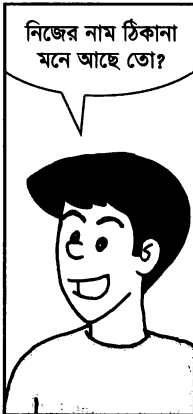
NKS

WWW.BOIGHAR.COM

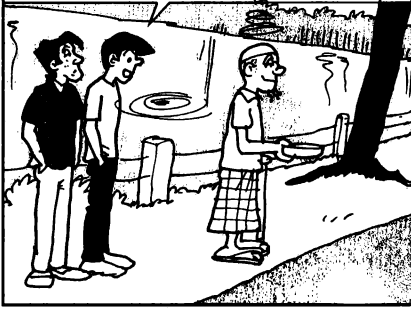
FACEBOOK:

<https://www.facebook.com/groups/Boighar> - বইঘর

**WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING
THE ORIGINAL BOOK.**



ব্যাটারি রিকসার গুঁতোয় কফির মিয়া স্মৃতি হারিয়েছে। এখন সে নিজেকে মনে করে এরশাদ : পেশাদার জোকার।



কিন্তু সে তো ঠিকই ভিষ্কার বাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।



চুরি করিবেন না : কারণ সরকার প্রতিযোগিতা অপছন্দ করে। আরেকটা জুক শুনতে চাইলে ৫ ট্যাকা দেন!



গরীবে নেওয়াজ তোমাকে এই রিসকা চালাতে নিষেধ করছি কারণ এটা অবৈজ্ঞানিক এবং বিপদজনক! এবং এটা অবৈধ!



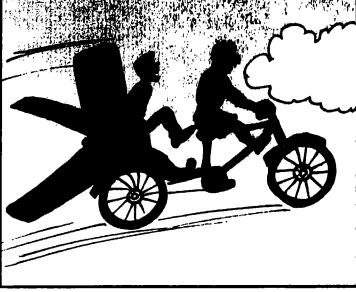
আরে এই ব্যাটারি রিসকা যুগান্তকারী বিজ্ঞান। এইতারে এহন আমি বিমান বানায় ফালাইসি। খেয়াল কইরা দ্যাখেন।



এহন আমরা উড়তাসি।

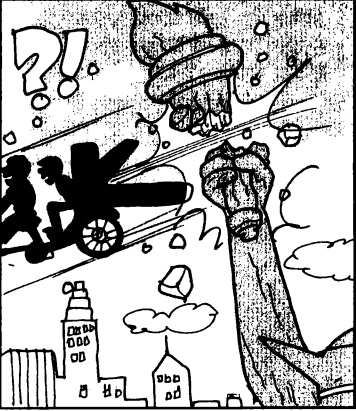
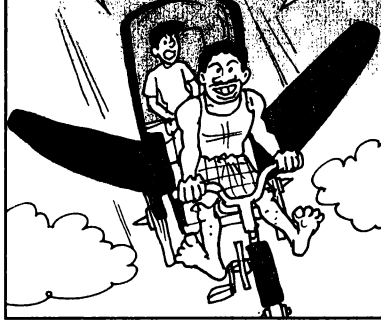


বিজ্ঞানী ব্যাটারি রিসকাওয়ালা নেওয়াজ তার রিসকায় পাখা লাগিয়ে নভেল প্রাইজ পেতে আকাশে উড়ছে!

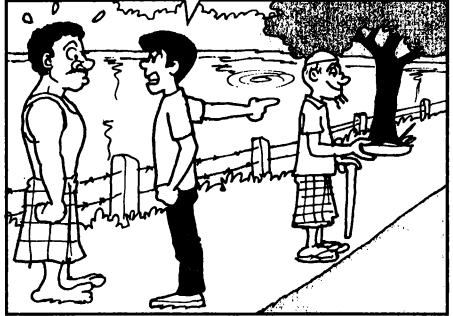


আমরা কোথায়?
মরব না তো?

আমরা এখন
আফ্রিকায়!



নেওয়াজ তুমি ফকির মিয়ার স্মৃতি চলে যাবার পর ওকে বুঝিয়েছ যে ওর নাম এরশাদ; পেশায় জোকার। যাও, ওকে সত্য কথাটা বলো।

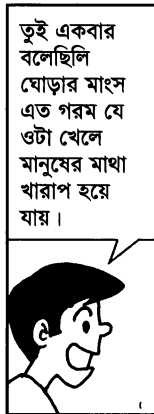


ইয়ে... আসলে না আপনার নাম ফকির মিয়া; পেশায় ভিক্ষুক!



আ.. আমি ভিক্ষুক? এ আমারে কী কইলি!
আমার স্বপ্ন ভাইসা দিলি! উরে বুকে ব্যথা
..... উঃ!





ইদানিং সকালে তুমি সবাইকে ঘুম থেকে ওঠানোর জন্য অত্যন্ত বেশি অত্যাচার করো।

অত্যাচার?



তুমি সবাইকে সেই ৬টা থেকে হেঁড়ে গলায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওঠাও!



তোমার টেঁচামেঁচিতে পুরো পাড়ার লোকেরা ঘুম থেকে উঠে যায়। জানো ওরা কী বলে তোমাকে নিয়ে?

কী?



তোমার জ্বালাতনে ইদানিং নাকি সূর্যও আধ ঘন্টা আগে উঠে যায়!



ম্যাজিক? আর কত ঘুমাবি? ঘুমিয়ে তো জীবন নষ্ট করে দিলি। ওঠ!



বেলা ১০টা বাজতে চলল। স্কুলে যাবি না? ওঠ!



প্লিজ বাবা থামো। এখন মাত্র ৬:৩০ বাজে। ১০টা না!



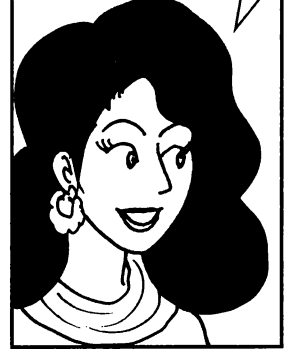
.... আর মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে ১০টা বেজে যাবে। সর্বনাশ! উঠে পড়। উঠে পড়!



তুমি কী স্বাদের আইসক্রিম কোন খেতে চাও?
কয়েকটা স্বাদ মিশিয়ে নিতে পারো!



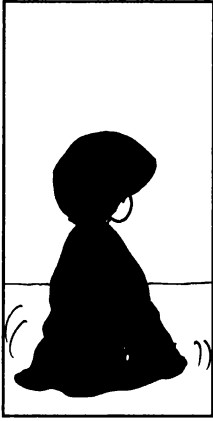
আমি বিভিন্ন স্বাদ মিশিয়ে
একটাই কোন চাইছি। হুম,
এটা-এটা-এটা...



এদের কাছে সব রকম স্বাদ ছিল না! যাও বিল দিয়ে এসো!









এ্যা পাগলা জগাই, তোমার মন্ত্র দেয়া পঁচা ডিম দিয়ে কী সত্যিই বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমকে জেতানো যাবে?



অবশ্যই। দেশি পেলেয়াররা খারাপ খেললেই এই যাদুর ডিম মারবেন। দেখবেন কী হয়।



তয় মনে রাইখেন- প্রত্যেক দেশের টিমের পিছনে একটা কইরা পাগলা বাবা আছে। যেই টিমের বাবা যত বড় সেই টিমই জিতব। এইটা পাগলা বাবা বিশ্বকাপ!



পাগলা জগাই?



তোমার ফুঁ দেয়া পঁচাডিম ছুঁড়ে কাজ হয় নি!
বাংলাদেশ হেরেছে।



আর প্লেয়ারদের সেই ডিম মেরেছি বলে পুলিশ খুঁজছে--
যদিও দর্শকরা সব খুশি! এর মাশুল দিতে হবে তোকে!



আমি এক পাগল। আর হেই পাগলের কথা শুইনা আপনে কী সব ছাগলামি করছেন!

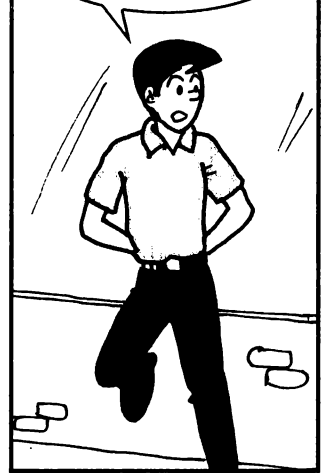




তুমি এখানে ৫ মিনিট অপেক্ষা করো। আমি JUST
একটা শাড়ি কিনে আসছি!



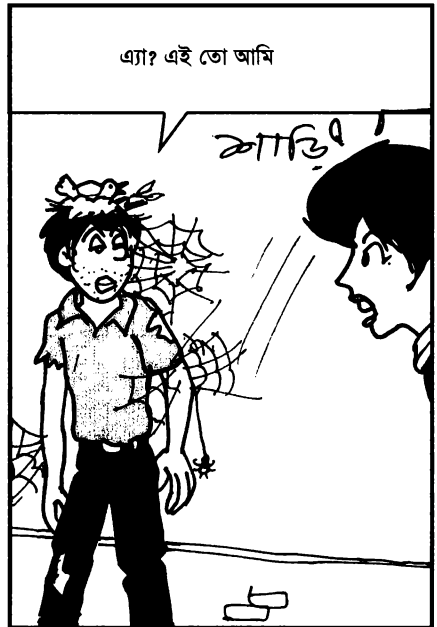
এই সুযোগে একটু
বিমিয়ে নেই!

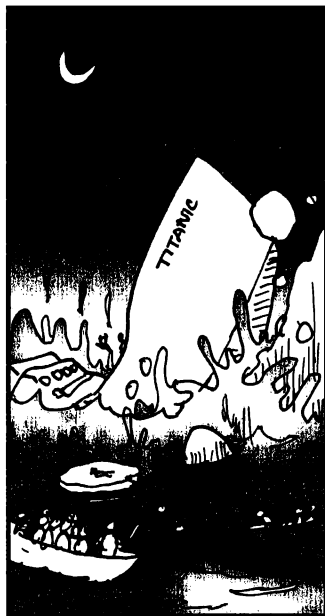


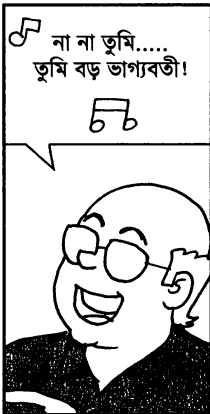
বেসিক? তুমি
কোথায়?



এ্যা? এই তো আমি







এই মিয়া গাড়ি পেছান!
আপনি রং সাইড দিয়ে
আসছেন কেন?

আমি যেখান দিয়ে খুশি
যাব— আপনার কী? আপনি
পেছান!

এটা কি আপনার বাপের
রাস্তা যে যেদিক দিয়ে খুশি
যাবেন?



হ্যাঁ। এটা আমার বাপের রাস্তা। এই দেখেন এই
রাস্তার দলিল!







এখানে বিনামূল্যে হস্তরেখা দেখার নাম করে কী বাটপারি হচ্ছে? এই তোমার ট্রেড লাইসেন্স আছে?



বিনামূল্যে হাত দেখা তো কোনো ট্রেড না। লাইসেন্স কেন লাগবে? দেখি আপনার সুদর্শন হাতটা।



দুই মিনিট পর

পরের বার আরও ৫০০ টাকা দিয়ে নেপাচুন পাথর কিনে নেবেন। দেখবেন কয়েক বছরে পুলিশের আইজি হয়ে গেছেন!



জ্যোতিষী পাথর বিক্রি করে তুই নাকি বেশ সুনাম করেছিস? তো আমাকে একটা সৌভাগ্যের পাথর দিবি?



মোনালিসাকে বশীকরণ করতে একটা পাথর দে!



দিচ্ছি। একটা SPECIAL জিনিস দিচ্ছি!



তবে পাথর না; ১০নং ইট!



বিনামূল্যে হস্তদর্শন আর সুলভে
সোভাপ্যের পাথর বিক্রি? ভালোই
তো বাটপারি শিখেছিস!



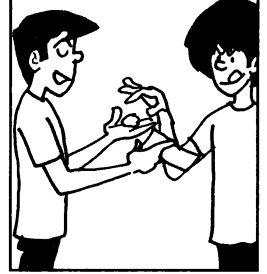
এসব পাথর সত্যি
কাজ করে!

সত্যি? তাহলে
একটা ৫০০
টাকা দামের
বৃহস্পতির পাথর
দে!



টাকা!

পাথর!



এ কী! এতো ৫০০
টাকার ফটোকপি!



তোর পাথরও বৃহস্পতি
পাথরের ফটোকপি!

তোমার হাতের রেখা অনুযায়ী তুমি মনোবিজ্ঞানে
পিএইচ ডি করবে। খুব বিখ্যাত হবে।



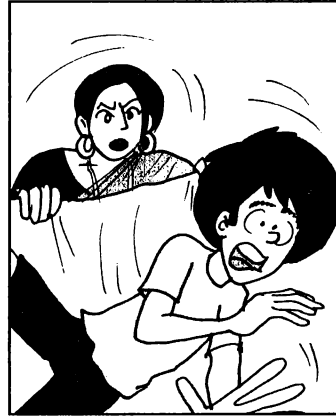
সত্যি? আর প্রেম?

তোমার প্রেম একটা
ঝাঁকড়া চুলওয়ালা পোংটা
ছেলের সাথে।

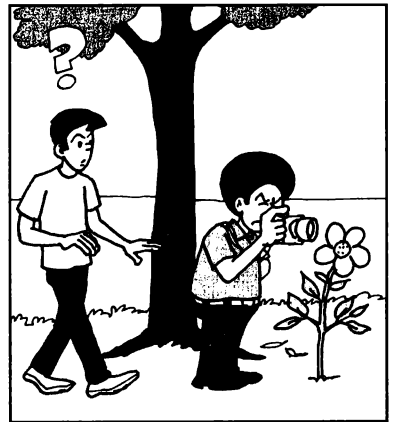


উঃ! উঃ! তুমি আমার
হাত পুড়িয়ে দিচ্ছ!









সারাদিন ইন্টারনেট আর গেম! আজ
আমাদের সাথে আড্ডা মারবি গাধা
তৌসিফ!



শোন তৌসিফ, আসল দুনিয়ায়
আয়। তোকে চাক নরিসের মতো
দুর্ধর্ষ হতে হবে। তুই জানিস চাক
নরিস কেমন ছিল?



চাক নরিস যখন
স্কুলে যেত,
স্যাররা তখন ক্লাস
ফাঁকি দিত!

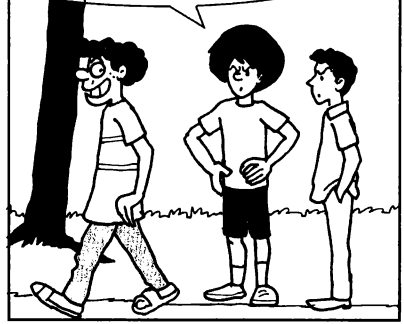


হা হা হা হা...

LOL!
LOL!



এই ব্যাটা কম্পিউটার আসক্ত তৌসিফ!
আড্ডা ছেড়ে চুপি চুপি কোথায় কাট
মারছিল?



আজকের এই আড্ডাটা
নিয়ে জরুরীভাবে
E-MAIL পাঠাতে
হবে। এক্ষুণি আসছি।

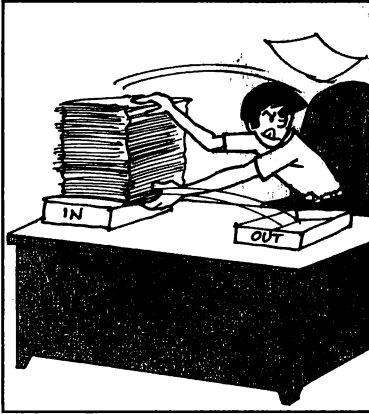
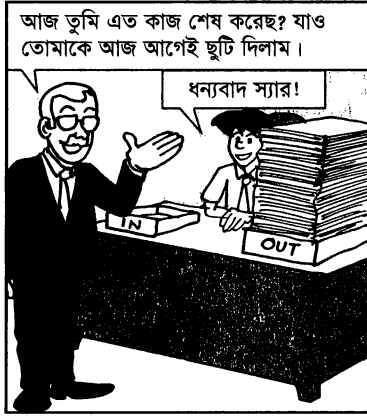


এই বিকেলে
কাকে তোর
EMAIL পাঠাতে
হবে?



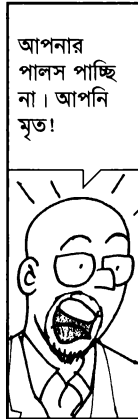
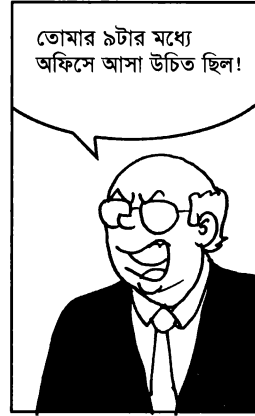
তোদের!





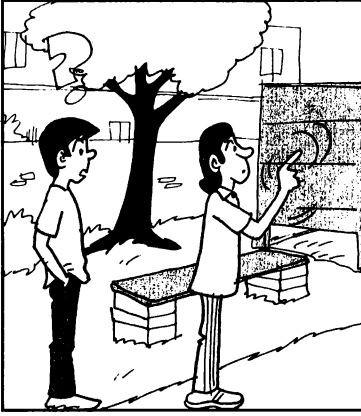




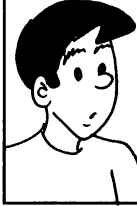








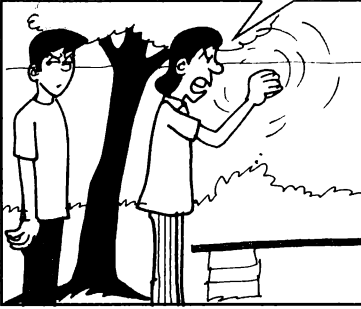
বাতাসের
মধ্যে কী এত
আঁকাবুকী করছিস
ঘোড়াখেকো
শফিক?



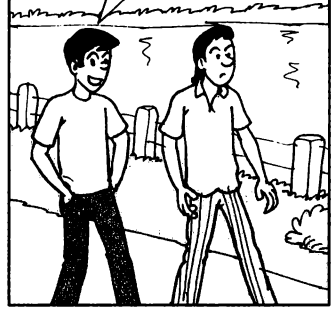
বেলুর দোকানে কত
টাকার খেলাম তা
হিসাব করছি।



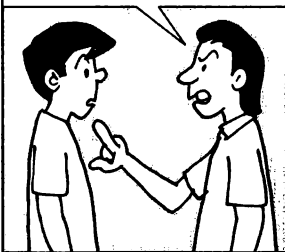
ধ্যৎ। দিলি হিসাবটা গুলিয়ে। এখন
ডাষ্টার দিয়ে সব মুছে আবার নতুন করে
হিসাব করতে হবে।



অতিরিক্ত পড়াশুনা করে তুই
কিন্তু বেশ পাগলাটে হয়ে গেছিস
ঘোড়াখেকো শফিক।



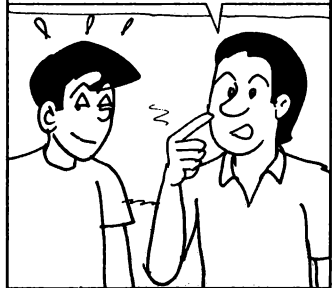
তুই কি আমাকে বিচার করছিস?
বিচার করতে চাইলে প্রথমে
আইন শিখে নে। আমি কিন্তু
বাংলাদেশের আইনের ওপর
ডাবল মাস্টার্স করছি।



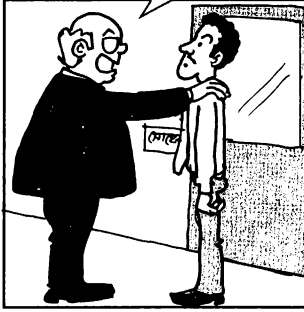
আইন? তুই
না কেমিস্ট্রিতে
মাস্টার্স করে
ভূগোলেও মাস্টার্স
করছিস?



ভূগোল? আমি ভূগোলের ছাত্র? তাই
তো বলি পরীক্ষায় প্রশ্নগুলোর কমন
পরে না কেন?



তোমার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ
তোমাকে একটা ছোট একক
রুমে ডেস্ক দিচ্ছি, সোহেল।



সত্যি স্যার? এত দিন
ভাবতাম আপনি আমাকে
সহ্য করতে পারেন না!
এবার একক রুম! অনেক
ধন্যবাদ স্যার!



তোমাকে দেখে বেশ বুদ্ধিমান
মনে হচ্ছে। চাকুরী চাও? বল তো
বাংলাদেশের বার্ষিক রপ্তানি আয় কত?



হ্যাঁ এবং তুমি প্রমাণ
করলে যে শব্দের
গতির চেয়ে আলোর
গতি বেশি!

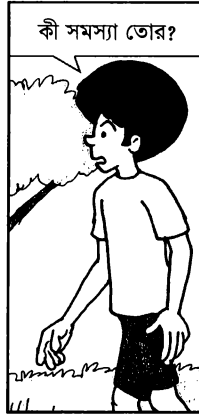


এ্যা? আমাকে
প্রশ্ন করলেন?



কথা বলার আগ পর্যন্ত
তোমাকে বেশ আলোকিত
একজন মানুষ মনে হচ্ছিল!





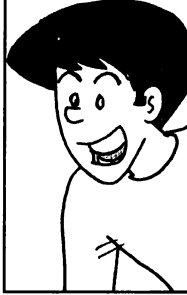




এ কী হিল্লোল! পানির মধ্যে অমন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন?



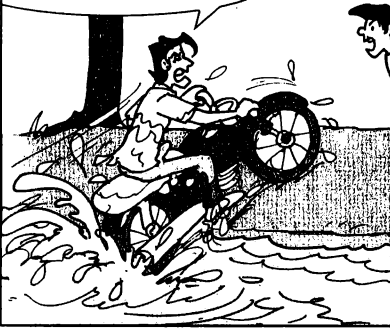
তোর কি বেশি গরম লাগছিল?



না! হাসবি না।



আনমনা হয়ে নেমে গিয়েছিলাম তারপর এতক্ষণ মোটর সাইকেলটা চালু হচ্ছিল না।



অকর্মের রাজা হিল্লোইল্লা!



তুই তোর মাকে কম্পিউটারে ONLINE SHOPING করা শিখিয়েছিস?

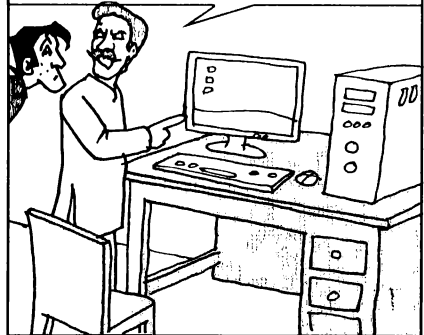


হ্যাঁ!

সে আমার ক্রেডিট কার্ড চুরি করে কেনাকাটা করছিল।

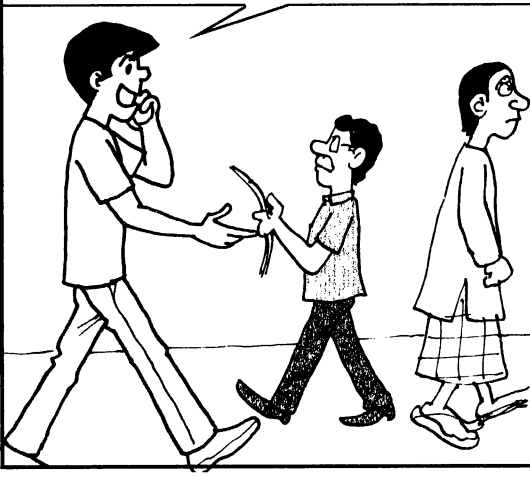


এখন তোর ডিভিডির খোপ থেকে আমার কার্ডটা উদ্ধার করে দে!



বুঝলি হিল্লোল, অবশেষে আমি আমার ৫ বছরের পুরানো ছেঁড়া মানিবাগটা বিদায় করতে সক্ষম হলাম।

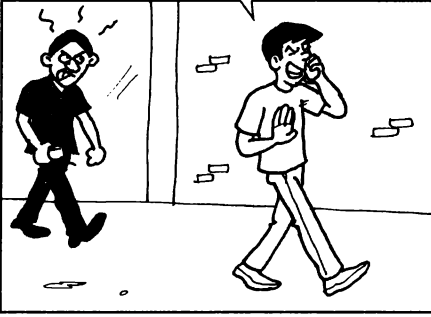
মানিবাগটায় একগাদা পুরানো ফোন বিল ঠেসে পকেটে নিয়ে আধঘণ্টা ফার্মগেটে হাঁটাহাটি করেছি।



সাথে দিয়েছি একটা চিরকুট : বেকুব পকেটমার! কেমন ধরাটা খেলি?



হা হা হা— বুঝলি হিল্লোল, আমি আমার ৫ বছর পুরানো মানিবাগটায় কাগজ ঠেসে একটা পকেটমারকে গছিয়ে দিয়েছি।



মানিবাগটা খুলে পকেটমারের চেহারাটা যা হলো না.... হা হা হা হা হা হা!



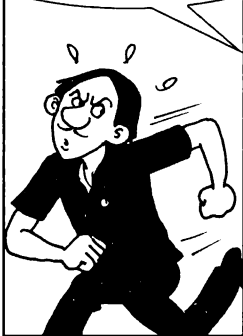
আশ্চর্য! মানিবাগটা কিভাবে যেন আমার পকেটে আবার ফেরত এসেছে!



এত কষ্টে পচথা মানিবাগটা ঐ পকেটমারকে গছলাম— আর ব্যাটা কিনা ওটা আমাকে ফেরত দিয়ে গেল? এ হতে পারে না!



এই পকেটমার ব্যাটা! দাঁড়া! দাঁড়া!



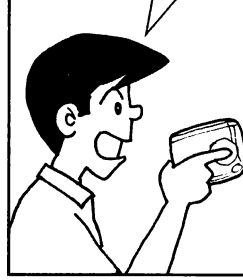
বিক্রিত মাল আমি ফেরত নেই না!



তোমার কাছে ১০০ টাকা হবে? আমি ফেরিওয়ালার কাছ থেকে ঐ লাইটওয়ালার টুপিটা কিনতে চাই।



এই নাও টাকা। কিন্তু ঐ ননসেন্স লাইটওয়ালার টুপি কিনে কী করবে?



আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল দেখতে তোমাকে এই লাইটওয়ালার টুপিটা পরলে কেমন দেখায়!!



তুমি কী খাবে বেসিক? হাল্কা চাও, সিচুয়ান চিকেন আর গ্লিড প্রন- না অন্য কিছু?

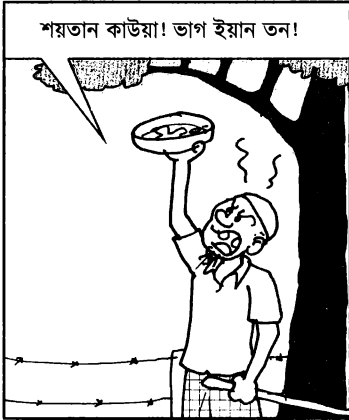
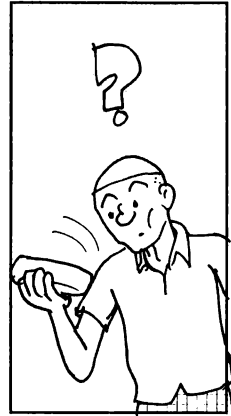


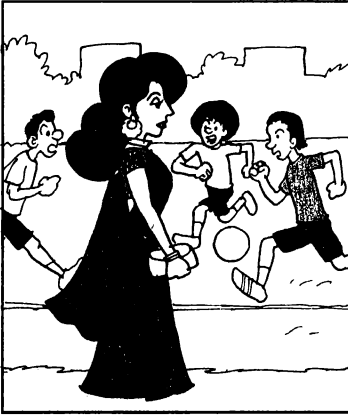
আসলে তেমন খিদা নেই। খেয়ে এসেছি। তোমার থেকে একটু ভাগ দিলেই হবে।

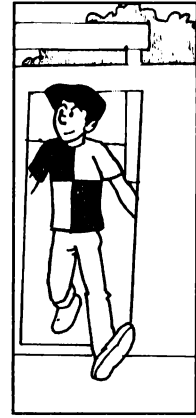
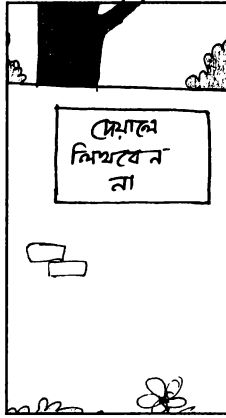
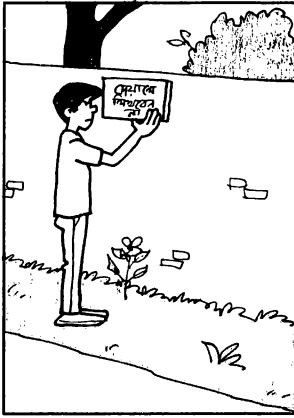


শুনুন! চাইনিজ হোটেলটা আপনার বসের বাড়ি না যে এখানে আগে খেয়ে আসবেন। এখানে আসতে হয় না খেয়ে!









কী একটা ফোন কিনছ। সারাদিন ওটার দিকে তাকিয়ে থাক। আমার দিকে একবার তাকানোর সময় হয় না।



আমি মানুষ না হয়ে ঐ মোবাইল ফোন হয়ে জন্মালে ভালো হতো।



আইডিয়াটা খারাপ না। আমি প্রতি বছর এটা করে মডেল বদলাতে পারতাম।



সুস্থভাবে বাঁচতে চাইলে দৈনিক আপনার এক ঘন্টা ব্যায়াম করা প্রয়োজন।



আমি তো প্রতিদিন ১-২ ঘন্টা করে ফুটবল খেলি। এতে চলবে না?



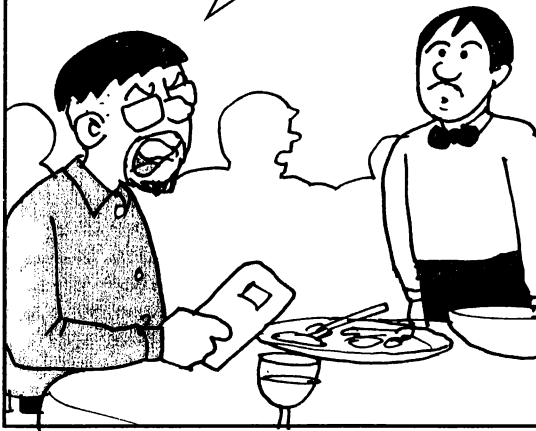
বলেন কী আপনি ১-২ ঘন্টা ফুটবল খেলেন? কোথায় খেলেন, বলুন তো



এই যে, আমার মোবাইলে।



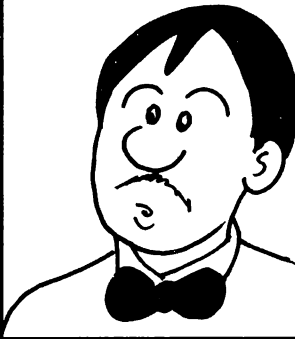
খাবার কেমন ছিল জানতে চান? জঘন্য! স্যুপটা
এত গরম ছিল যে জিভটা ভাজি হয়ে গেছে।



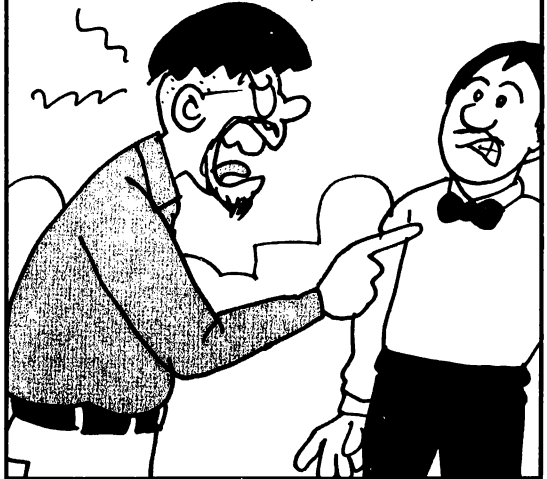
আইসক্রিমটা এত ঠান্ডা ছিল
যে আমার মগজ জমে গেছে।

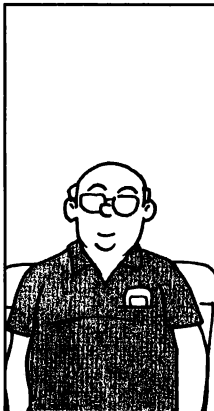


সরি স্যার। এ হোটেলের
কিছুই কি আপনার ভালো
লাগে নি?

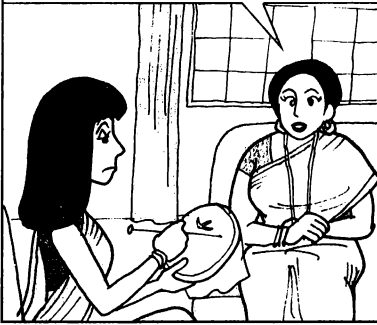


না। এমন কি আপনাদের পানিটাও প্রচণ্ড পানসে!





তুমি ইদানিং সারাক্ষণ বাসায় বসে ঘুটুর ঘুটুর করো। বাইরে যাও না কেন নীলা?



বাইরে গেলেই দূর্ঘটনা হতে পারে। ঘরে থাকা নিরাপদ।



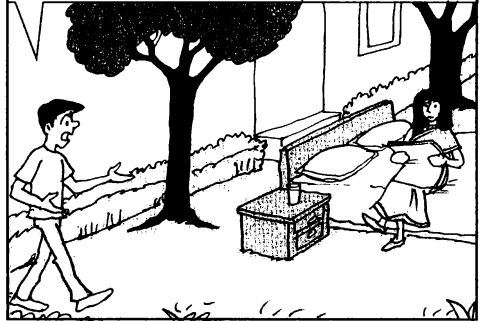
গবেষণায় দেখা গেছে ৯০% দূর্ঘটনা ঘরেই ঘটে।



বাপরে! এত ঝুঁকি নিয়ে ঘরে থাকব না। আজই বাগানে বিছানা পাতব আর গ্যারেজে রান্না করব!



আমি জানি তুমি প্রকৃতি খুব ভালোবাসো। তাই বলে তোমাকে বাগানে বিছানা পাততে হবে, চাচি?



ভাবি বলল ৯০% দূর্ঘটনা বাসায় ঘটে। নিরাপত্তার জন্য তাই আমি বাগানে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।



বাকী ১০% কিন্তু বজ্রপাত, মাথায় ডাব পরা, পাখির হাঙ কিংবা আস্ত প্লেন। এমিড বৃষ্টি।

থাম! থাম! এক্ষুণি ঘরে ফিরছি।





গুনেছিস? সেক্টিমেন্টাল বাবু আবার তার বাবার সাথে রাগ করে বাসা থেকে বের হয়ে গেছে। খুঁজে পাচ্ছি না।



তাহলে নিশ্চিত ও ৩নং ব্রিজ থেকে লেকের পানিতে লাফ দিয়েছে। জলদি চল!



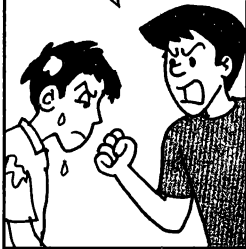
লেকের পানি সব গেল কই? সব কাদা!



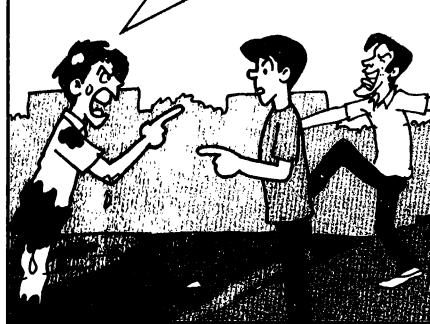
এ সবের মানে কী সেক্টিমেন্টাল বাবু? দুদিন পর পর বাপের সাথে রাগ করে আত্মহত্যার চেষ্টা করিস!! তাও আবার কাদায় ঝাঁপিয়ে পরে?



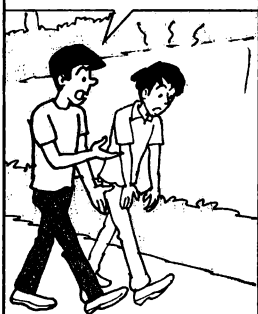
তুই দুর্ধর্ষ কীবোর্ড বাজাস। কম্পিউটার জিনিয়াস। এমন একটা ছেলে কেন আত্মহত্যা করতে চাস?



হিঙ্গোল আমাকে নিয়ে হাসি না বন্ধ করলে আমি কিন্তু আবার কাদার লেকে লাফ দেব।



তোর মতো বিলিয়াস্ট
ছেলে কেন দুদিন পর পর
আত্মহত্যার চেষ্টা করে, বাবু?



“চেষ্টা”? মানে
আমি এত ব্যর্থ
যে আত্মহত্যাটাও
করতে পারি না!



গুডবাই বেসিক!

আরে!



হেল্প! হেল্প! আমি সাঁতার
জানি! ডুবতে পারছি না!



হি হি হি... আমাকে
মুসক না দিয়ে যাঁচ
কোঁতায়?



আপনার মনে হয়
সর্দি লেগেছে।
এই ঔষধটা খেয়ে
দেখুন!



হুম। এখন বেশ ভালো লাগছে। তো
যা বলছিলাম: হি হি হি আমাকে
মুসক না দিয়ে যাঁচ কোঁথায়

মুসক কী?





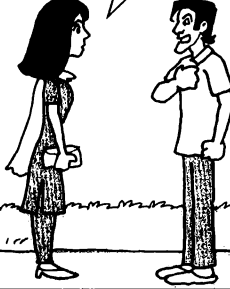






তুনা, আমার সাথে কাল থাই
হাউজে খেতে যেতে হবে।

তোমার কি বুক ব্যথা?

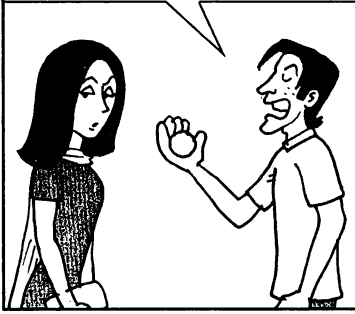


না। আমি জানতে চাই
তুমি আমার সাথে ডেটিং
এ যাবে?

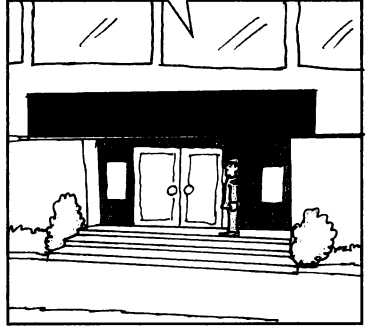
এভাবে বুক চেপে
আছ কেন?



বুকে এই বলটা ধরে রেখেছি। বেশিক
বলেছে বুকে বল নিয়ে তোমাকে
ডেটিং এর প্রস্তাব দিতে।



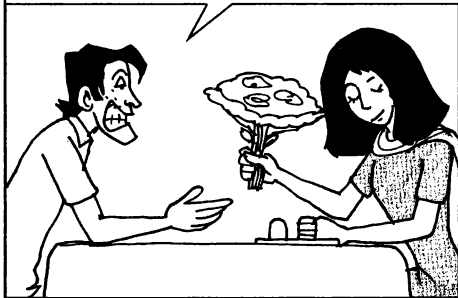
তুনা, তুমি আমার সাথে ডেটিং করতে
রাজি হয়েছ বলে আমি কৃতজ্ঞ।



আমি ফ্রি থাই খাবার খেতে
এসেছি। তোমার সাথে কোনো
ডেটিং এ আসি নি। ধন্যবাদ।



ঠিক আছে ডেটিং না। আমরা এরপর
একটা ফ্রি থ্রি-ডি সিনেমা দেখব। এখন
ফ্রি তোমার একটু হাত ধরি?

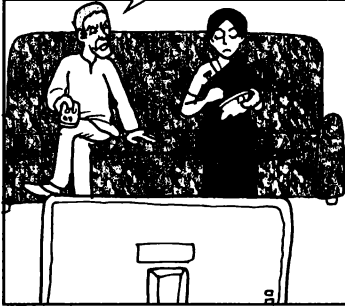








খবরটা দেখলে? মিস ওয়াস্ত ২০১২ একটা লোককে বিয়ে করেছে যার বিরুদ্ধে খুন আর বাটপারীর অভিযোগ আছে!



খেয়াল করে দেখো— যত সুন্দরী আর ভালো মেয়েরা আছে— সবাই বেছে বেছে বাজে লোকদের বিয়ে করে।



আমাকে প্রশংসা করার জন্য ধন্যবাদ!



বুঝলেন তালিব ভাই গত রাতে হিন্দোলের মা আবার আমার সাথে লাগিয়ে দিল তুমুল ঝগড়া।



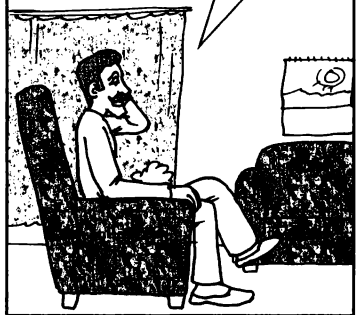
আমি অন্যান্য দিনের মতো হার মানি নি। শেষে সে হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে এসে ঝগড়া শেষ করল।

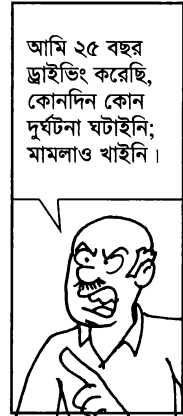


হা হা হা ... তো হামাগুড়ি দিয়ে এসে ভাবি কী করে ঝগড়া শেষ করল?

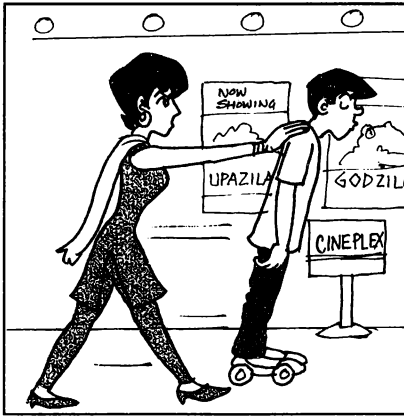


বলল, এবার দয়া করে খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে শুয়ে পড়!







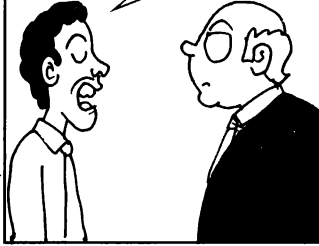




এবার বেতন না বাড়ালে আমি স্যার সত্যি সত্যি একটা নতুন কোম্পানিতে চলে যাবো। আমার অফার আছে।



নতুন কোম্পানি আমাকে এখনকার অর্ধেক বেতন সেধেছে তবে সেই সাথে বলেছে বছর শেষে কোম্পানির ৫% লাভ দিবে। এবার বলুন আপনি কী অফার করবেন?



ওরা তোমাকে সে বেতন সেধেছে তার দ্বিগুণ বেতন তোমাকে দেব। অন্য কিছু নয়। থাকবে?



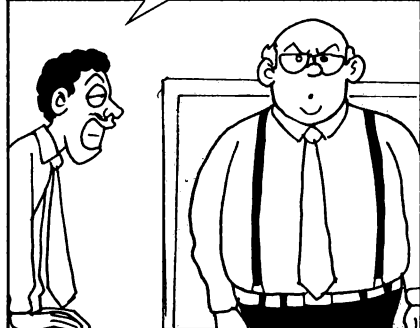
ধন্যবাদ স্যার!



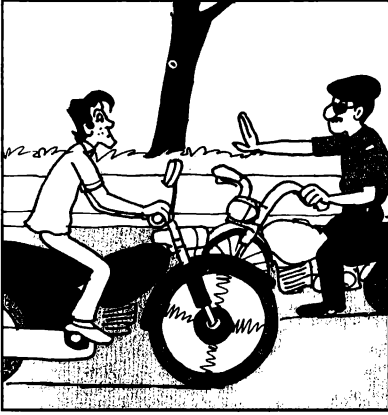
কী ব্যাপার? কাজে ফাঁকি দিয়ে প্লেন উড়াচ্ছ কেন সোহেল?



কারণ আমি খেয়াল করিনি যে আপনি এদিকটায় আসছেন।







হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালানো বেআইনি। আপনার লাইসেন্স দিন মামলা করব। আইন অমান্যকারীর ছাড় নেই।

বড় বড় কথা বাদ দিন! আপনার হেলমেট কই?



আমি ইতিমধ্যে হেলমেট পরিনি বলে নিজের বিরুদ্ধে মামলা করেছি এবং লাইসেন্স রেখে দিয়েছি।



শয়তান বেসিকটা তুনা সেজে আমাকে আবার ই-মেইল করেছে; 'চলো কাল দেখা করি।'



হে : হে : আমার উত্তর : 'ঠিক আছে', বেসিক আবার লিখেছে : লেচু গার্ডেন, কাল দুপুর! ব্যাটা ফাও খেতে চায়!

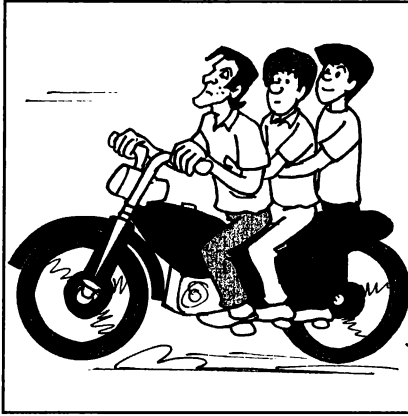


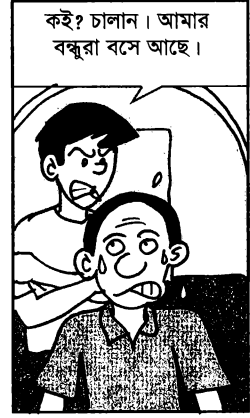
আমার উত্তর : সরি! কাল আমি ব্যস্ত, আরেক দিন! হি হি হি হি!



এত মনযোগ দিয়ে কার সাথে চ্যাটিং করছিস রে?





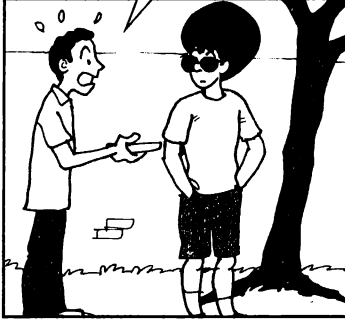








দোস্ত মুনা আমাকে আমার প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে SMS দিয়েছে; তুমি একটা চোর। এখন কী উত্তর দেব?



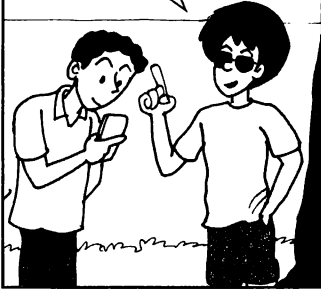
এই অপমানের পরও আমি তাকে প্রচ্ছন্নভাবে বলতে চাই যে তাকে আমি ভালোবাসি।



আবার তাকে এই অপমানের জবাবও দিতে চাই। কী লিখব বল না, ১০০ টাকা দেব।



লিখ-আমি তো তোমার হৃদয় চুরি করেছি বলে চোর, আর তুমি যে আমার হৃদয় ডাকাতি করেছ তার বিচার কে করবে?



দোস্ত আমি লুনাকে ছ্যাক দিয়ে রিমার সাথে লাইন করতে চাই। আমাকে ন্যায্যমূল্যে একটা দুর্ধ্ব SMS লিখে দে।



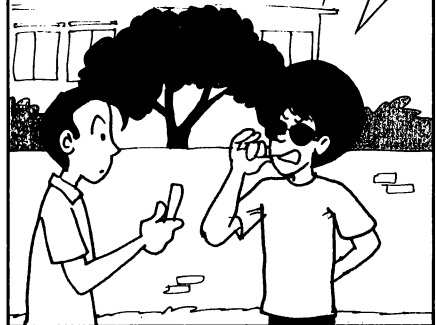
ছ্যাক দেয়ার SMS মাত্র ২০০ টাকা। প্রেম নিবেদন ১০০ টাকা সর্বমোট ৩০০ টাকা।



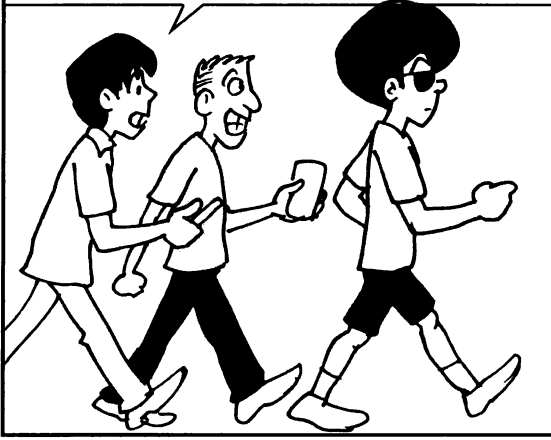
১৫০ টাকায় হয় না?



দুজনকে একই সাথে SMS লিখ :
I Love you Rima



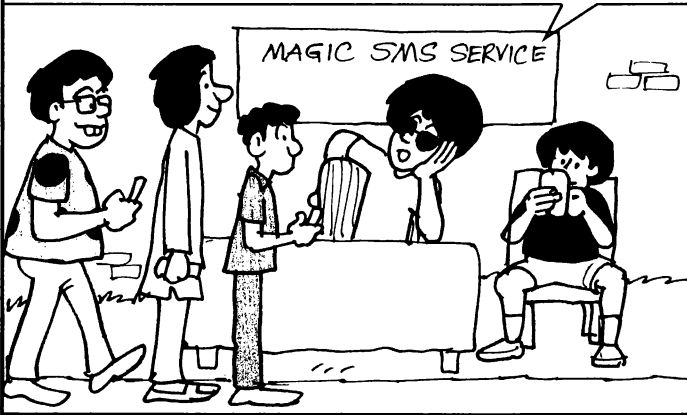
দোস্ত তুই নাকি এমন দুর্ধর্ষ SMS লিখে দিতে পারিস
যাতে মেয়েরা সহজেই পটে যায়? দে না আমাকে একটা
লিখে! ১০০ টাকা দেব।

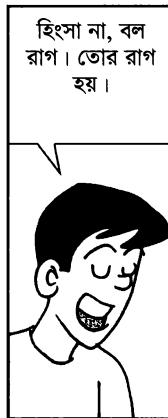


তাহলে আয় আমার দোকানে!



সেক্রেটারি মামুন। জুবায়েরের ফোনে SMS লেখা শেষ হলে কামালের
ফোনটা নে। কামাল ১০০ টাকা দে। লুনার জন্য কামালের SMS প্রিয়
LUNATIC...







স্যার আমার টিমে ঐ সবজাত্তা বেসিক আলীকে দেবেন না। আমি যে কথাই বলি-বেসিক সব সময় আমাকে বুল প্রমাণ করার চেষ্টা করে। কোনো কিছুতে একমত হয় না।



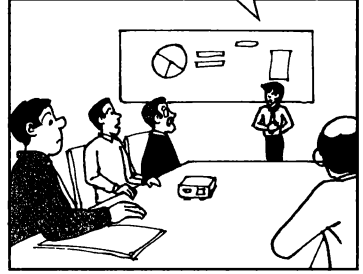
বেসিক! এ কথা কি ঠিক?



স্যার আমি ওনার সাথে একমত হলে দুজনই ভুল করব!



আমরা পত্রিকায় ব্যাংকের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে FACEBOOK এ আমাদের প্রচারণা করে অনেক লাভ করতে পারি।



কিন্তু FACEBOOK এ কীভাবে প্রচারণা হবে? এতে লাভ কী হবে?



আমাদের FACEBOOK পাতায় লাখ লাখ 'LIKE' আনা সম্ভব। কয়েকশ ডলার খরচ করলে প্রচুর মানুষ LIKE দিবে।

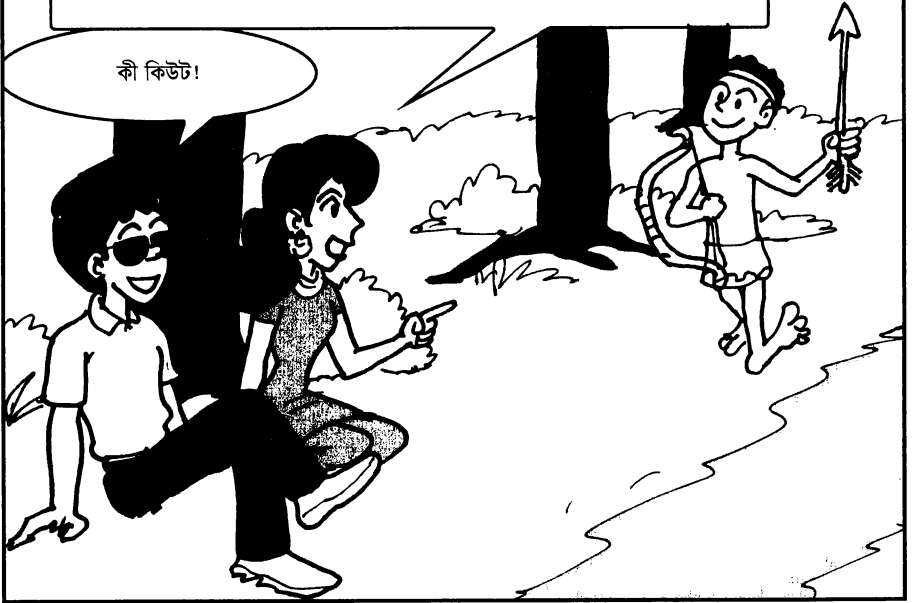


অবশ্য এসব LIKE দেয়া লোকেরা কেউ আমাদের কাস্টমার হবে না। তাতে কী সবাই ভাবে এত লাখ লোক আমাদের ব্যাংক যখন LIKE করে আমরা নিশ্চয় অনেক জনপ্রিয়।



বাঃ দেখ! একটা ছেলে প্রেমের দূত কিউপিড
সেজে এদিকে আসছে!

কী কিউট!



যা আছে দে!



বুবলেন কল্লোল ভাই, পেশায় ডাক্তার
হলেও নেশায় আমি পরিব্রাজক। প্রকৃতির
ডাকে ঢাকায় থাকতে পারি না।



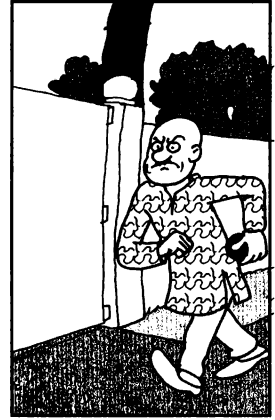
এই জঙ্গল নদী আর পাহাড়ে
এমন যাদু আছে যা আমাকে
প্রতি সপ্তাহে ঢাকার বাইরে
নিয়ে আসে।



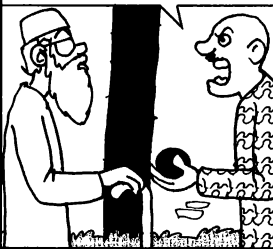
তো কল্লোল ভাই
আপনি হঠাৎ কিসের
আকর্ষণে জঙ্গলে
এলেন?



বাজার নিয়ে ঝগড়া। বৌ
বলল আমাকে সে বাঁচি দিয়ে
কাটবে। ব্যাস। আপনার
সাথে চলে এলাম।



এই যে অ্যাডভোকেট আলী
সাহেব, আইনজীবী হিসেবে
বলুন তো, আমার বাড়ির
জানালা এই বলটা দিয়ে ভাঙ্গার
জরিমানা কী হতে পারে?



আমার নাতি ভেঙ্গেছে? ঐ
জানালায় কাঁচের মূল্য ৫০০
টাকা আপনি সবুরের থেকে
আদায় করুন।



ধন্যবাদ।

আইনজীবী হিসেবে আমার
লিগাল ফি মাত্র ৫,০০০ টাকা।



আমি কিন্তু দুর্ধর্ষ ফটোগ্রাফার।
এই ডিজিটাল ফটোগুলো দ্যাখ-কী
বকবকে তুলেছিলাম।



দুর্ধর্ষ ফটোগ্রাফার, তোর
এই ২০১০ এর ছবিগুলো
ফ্যাকাশে কেন?



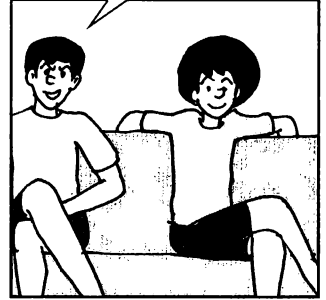
এটা আমার
দোষে না।



ছবিগুলো পুরানো হয়ে গেছে বলে
রংচটা হয়ে গেছে।



এই যে টিভি সিরিজগুলো আমরা
দেখি এ থেকে আমরা কী শিখেছি?



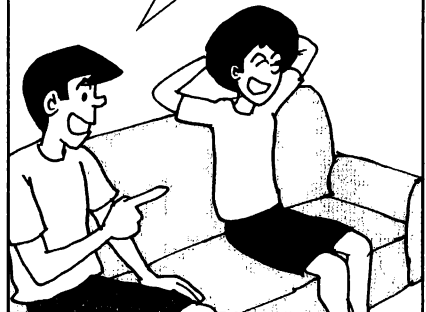
তুমি যদি কোথাও
আটকে পরো একটা
রাস্তা পেয়েই যাবে।

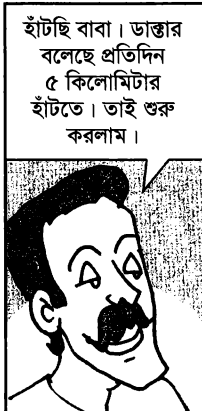
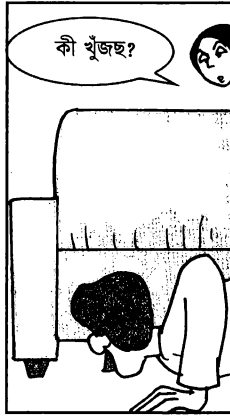


হু, নিউইয়র্ক থেকে
টোকিও যেতে লাগে
৫ সেকেন্ড।

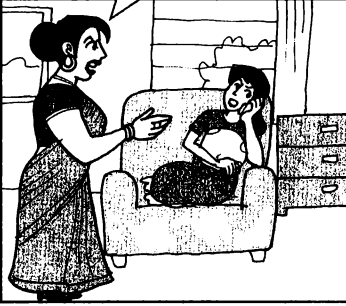


সবচেয়ে শিক্ষণীয় যে কোনো অপরাধের
সমাধান ১ ঘণ্টায় পাওয়া সম্ভব!





সারাক্ষণ খালি ফোন আর ফোন।
এক বার ফোন এলে এক ঘণ্টা কথা
না বললে তোর খাবার হজম হয় না।



বাজে কথা বোল না।
এই যে ফোন কেটে
দিলাম।



মাত্র ১৫ মিনিট
কথা বলে ফোন
কেটে দিলি? কী
হয়েছে তোর!



ওটা রং নাখার ছিল!



কী ম্যাডেস্ট তুমি না FACEBOOK আর
ই-মেইলের পাসওয়ার্ড ভুলে যাও বলে সব
বন্ধ করে দিয়েছিলে? এখন আবার শুরু
করেছ?



এবার এমন একটা
পাসওয়ার্ড বানিয়েছি
যা ভোলা সম্ভব না।



আমি ভুল করলে
FACEBOOK আর
ই-মেইল ওয়ালারা মনে
করিয়ে দেয় আমার
পাসওয়ার্ড কী?



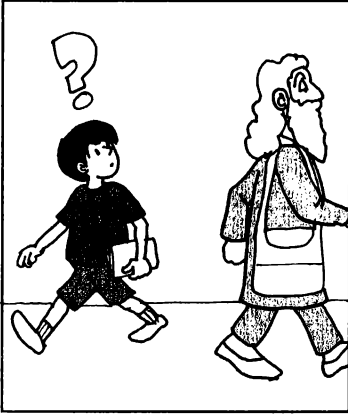
কী
সেটা?

"Incorrect"









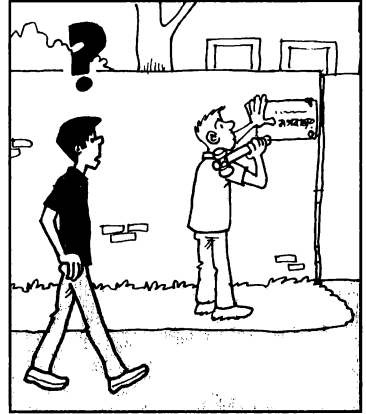
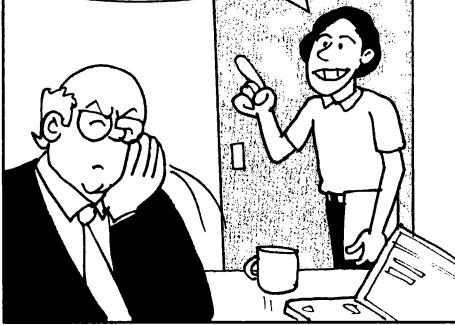
স্যার আমার একটা চাকরী ভীষণ দরকার
যে কোন কাজ করতে দিনে ২০ ঘণ্টা খাটতে
আমি প্রস্তুত! যে কোন স্থানে যেতে প্রস্তুত।



বেশ! তুমি কী MICRO
SOFT OFFICE জানো।



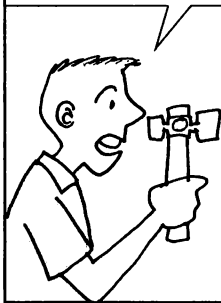
না স্যার। তবে ঠিকানা দিলে অবশ্যই চিনে
যেতে পারবো।



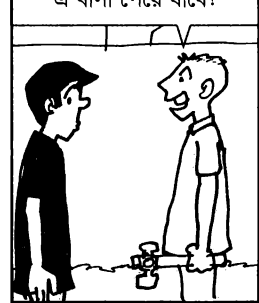
২২০ মগবাজার? এ
কেমন ঠিকানা বসাচ্ছেন?
মগবাজার তো এখান থেকে
১৫ কিলোমিটার দূরে!

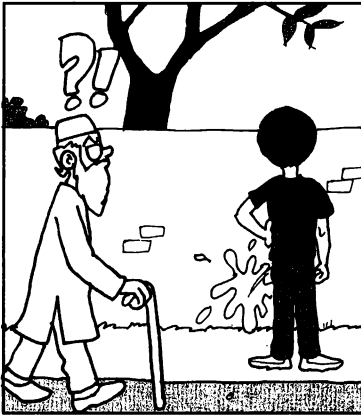


এ বাড়িতে তো নতুন
এলাম তো... লোকজন
এটা চেনে না।



তাই আমার আগের বাড়ির
ঠিকানাটা বসিয়ে দিলাম।
এবার বন্ধুরা খুব সহজেই
এ বাসা পেয়ে যাবে!





বেয়াদ্দপ!
খবিস!

ওরে
বাবা!



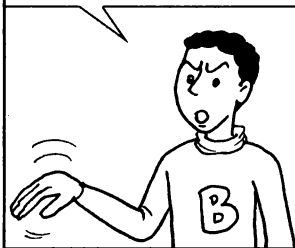
সরি! আর
করুম না!

কী হচ্ছে দাদা?

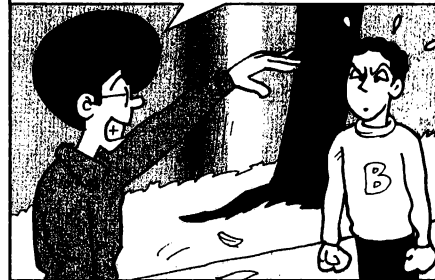


তোর দাদা হারিয়ে গেছে? সে দেখতে
কেমন? একটু আগে এক বুড়ো দেখেছি।

আমার দাদা এইটুকু বেঁটে।
চোখে চশমা, মাথায় টাক। মুখে
দাড়ি, গায়ে পাঞ্জাবি, আর পায়ে
জুতা।



মিলল না। যে বুড়োটাকে দেখেছি সে এতটুকু
বেঁটে। মাথায় দাড়ি। চোখে টাক। মুখে চশমা,
গায়ে জুতা আর পায়ে পাঞ্জাবি।



আমার হারিয়ে যাওয়া দাদাকে
খুঁজে বের করতেই হবে। কারণ
তার স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে।



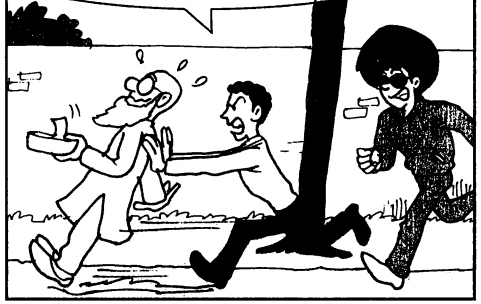
তার ওপর তার মাথার কুণ্ডলো একদম
টিলা। কী সব পাগলামি যে করে তা
কল্পনাও হার মানায়।



দাদা? তুমি এ কী করছ?



ছি! ছি! দাদা! পাগলামির এটা চূড়ান্ত
হচ্ছে। রাত্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছ? ছি:
জলদি বাসায় চলো!

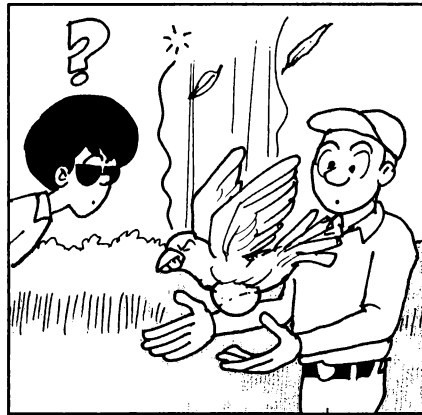
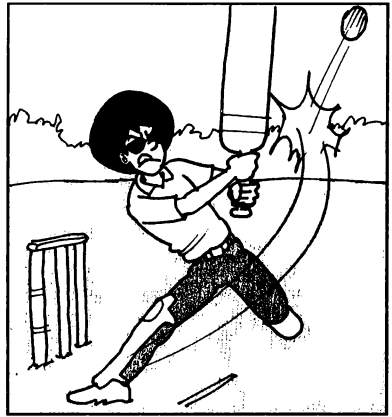


এই বন্ধু দাঁড়া! শোন!



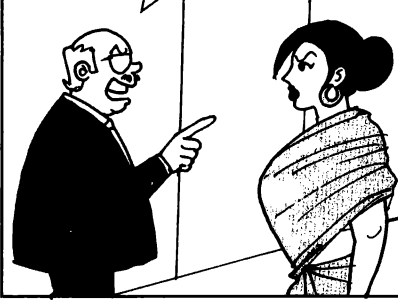
মাঝখান থেকে ওর দাদা দিব্যি আমার ১০
টাকা ভিক্ষা হজম করে দিল!







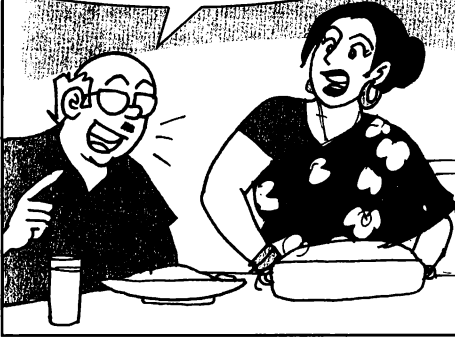
আমি এই হিটলারি মোচ ফেলে দিতে পারি
এক শর্তে আজ তুমি গরুর ভূনা আর চিংড়ি
মালাইকারী রান্না করো।



তুমি একদিনে হয় গরু
না হয় চিংড়ি খেতে
পারো কারণ দুটোতেই
কোলেস্টেরল বেশি।
আজ গরু বানাচ্ছি। কাল
চিংড়ি।



তাহলে মোচটাও আধা-আধা করে ফেলছি।

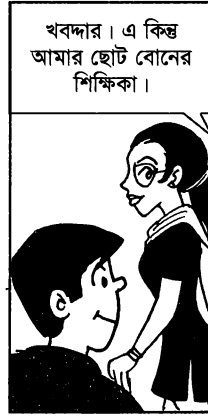


আহ! কস্টার্ড, আমার প্রিয় খাদ্য!



এ কী খেলে! ওটা তো কাঁচা, ওটা
দিয়ে বিস্কুট বেক করতাম!

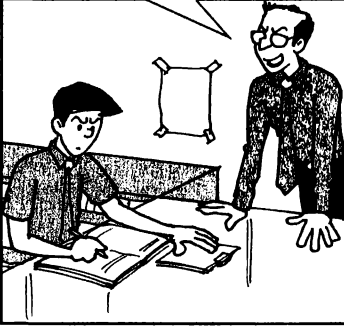








বুবালি, গত রাতে এক দুর্ধর্ষ উচ্চাঙ্গ
সংগীত কনসার্টে গিয়েছিলাম।



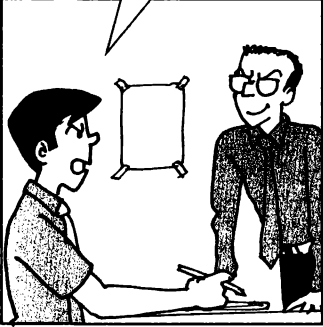
প্রথমে ওস্তাদ বিল্লাল
চৌধুরী সারেসঙ্গি দিয়ে
আলাপ শুরু করল।
এরপর ওস্তাদ মাইর খাঁ
চালাল বন্দিস!



এরপর কী
হলো জানিস?



হ্যাঁ, এরপর তুমি আমাকে প্রচণ্ড
বিরক্ত করা শুরু করলি।



গত রাতের উচ্চাঙ্গ সংগীতের
কনসার্টটা যে কোনো HEAVY
METAL ROCK কনসার্টকে
হার মানিয়ে দিয়েছে।



বিল্লাল চৌধুরী ইলেক্ট্রিক
সেতারে রাগ বাজিয়েছে
আর ওস্তাদ মাইর খাঁ
একটা সেতার ভেঙ্গেছে।



বলিস কী! পাগলা
রকস্টাররা যেমন গিটার
ভাঙ্গে তেমন সেতার
ভেঙ্গেছে? এতো বিপ্লবী!



তার চেয়েও বেশি। বিল্লালের
ইলেক্ট্রিক সেতার শুনে ওস্তাদ
মাইর খাঁ তার মাথায় একটা সেতার
ভেঙ্গেছে। দর্শকরা বলেছে ONE
MORE!









আমি একটা নতুন পণ্য আবিষ্কার করেছি।
এটাকে বাজারে ছাড়তে আমি ঋণ চাই।

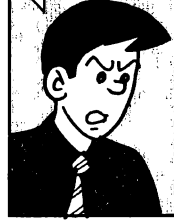


কী পণ্য?

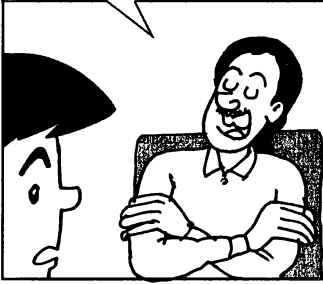
তোয়ালে। আমি
প্যাটেন্ট অফিসে
দরখাস্ত দিয়েছি।



তোয়ালে? সে
তো হাজার
বছর ধরে মানুষ
ব্যবহার করছে।



হে : হে :! আমার তোয়ালে
একদম ওয়াটার প্রুফ। একদম
পানিতে ভেজে না।



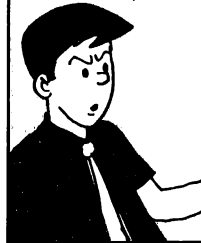
আফজাল একটা পেরেক তৈরির
কারখানা বানাবে বলে একটা ব্যাংক
লোন চায়। আফজালের নিজস্ব জমিতে
এই কারখানা তৈরি হবে।



আফজালের ৩ কোটি টাকা
ঋণ প্রয়োজন। আফজাল
কখনো ঋণখেলাপি হয়নি।
এখন আফজালকে কী
করতে হবে?



আফজালটা কই? উনি
আপনাকে পাঠিয়েছে
কেন? উনি কী লাজুক?



না-না- আফজাল কেন লাজুক হবে।
আমিই আফজাল।





এই চিপায় দাঁড়িয়ে
তুমি কোনো মেয়ের
সাথে কথা বলছ?

না তো, আমি
হিল্লোলকে ফোনে
ধরার চেষ্টা
করছিলাম।

আমি নিজে
একটা মেয়ের
গলা শুনতে
পেলাম।

(নারী কণ্ঠ) দুঃখিত। এই
মুহুর্তে মোবাইল সংযোগ দেয়া
সম্ভব হচ্ছে না।



তুমি তো শপিংএ ঢুকলে অযথা জিনিসপত্র
কিনে সব টাকা শেষ করে ফেল।



অল্প বাস্কেট-অল্প শপিং সব
টাকা সেভিং, কোনো অযথা
নেই।

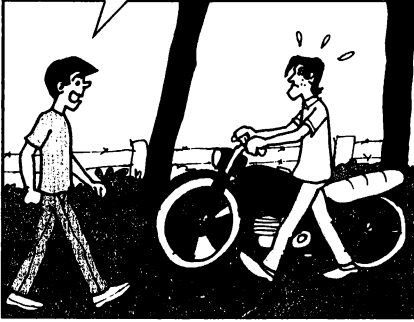


দেখলে আজ কত
কম কিনলাম? চলো
কাউন্টারে!



হ্যাঁ গভব্বারের তুলনায়
কম বটে!

কিরে এই সন্ধ্যায় বাইক ঠেলছিস যে? ব্যায়াম করছিস না তেল শেষ?



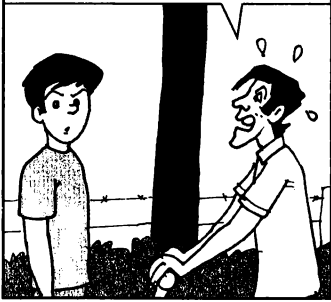
না। ভুলে চাবিটা ফেলে অফিসে গিয়েছিলাম। তাই এখন এটাকে ঠেলে বাসায় নিয়ে যাচ্ছি।



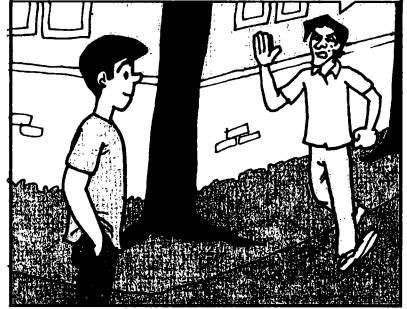
তাহলে তুই অফিসে গেলি কী করে?



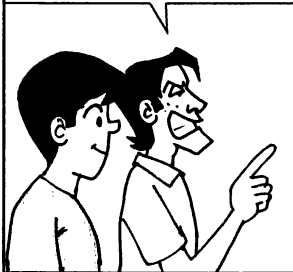
এই ঠেলে ঠেলেই সকালে অফিস গিয়েছিলাম! চাবিটা বাসায় রেখে এসেছি!



আরে আমার ঘরে এমন মশার উৎপাত যে কদিন ধরে ঘুম হচ্ছিল না। গত রাতেও হয়নি।



তবে গত রাতে মশাদের এমন বোকা বানাতে পেরেছি যে তাতে মনে একটু শান্তি হচ্ছে।



আমি বিছানায় কোলবালিশটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে রেখেছিলাম আর নিজে খাটের নিচে ঘুমিয়েছি। গাধাগুলো সারারাত কোলবালিশ কামড়িয়েছে। হে: হে:!



আমার বাপকে নিয়ে আছি
মুসিবতে, গত সপ্তাহে জামাল
সিটিতে সে ৫ কাটা একটা জমি
কিনেছে।



এরপর আবিষ্কার করলেন যে
জমিটা নদীর পেটে পানির
নিচে।



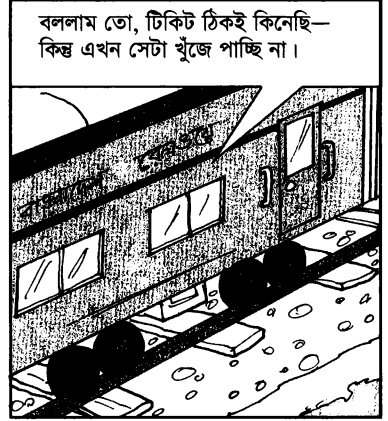
গতকাল রেগে
উনি জামাল সিটি
কর্তৃপক্ষের কাছে
গেলেন।



ওরা ওনাকে এবার ঐ নৌকাটা
কিনিয়েছে।



বললাম তো, টিকিট ঠিকই কিনেছি—
কিন্তু এখন সেটা খুঁজে পাচ্ছি না।



তাহলে জরিমানা দিন!

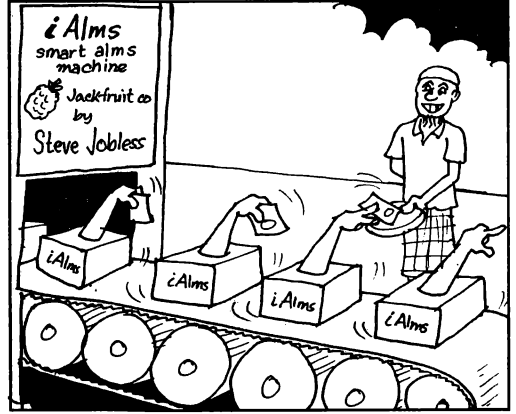
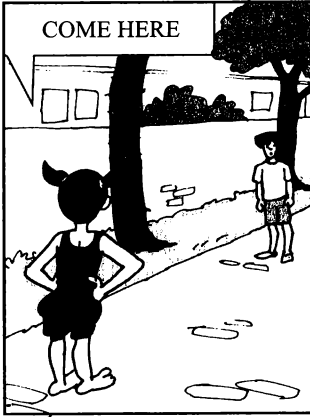


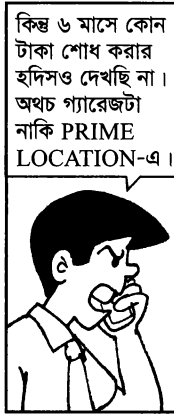
রাখেন জরিমানা!
টিকিট না
পেলে আমি মস্ত
বিপদের পড়ে
যাব।



কোথায় যাবার জন্য এই টিকিট
কেটেছিলাম সেটাই ভুলে গেছি!



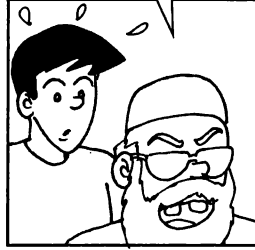




এই রফিক লোকটা বেশ টাউট। ব্যাটা দুই বছর ধরে আমার ৫ লাখ টাকা আটকে রেখেছে। আমি যাচ্ছি তাকে পটিয়ে কিছু টাকা আদায় করতে।

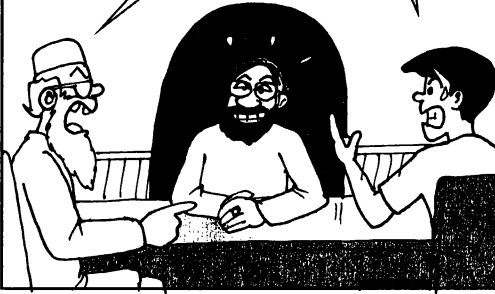


আমি যখন গরম গরম কথা বলব, তুই তখন নরম নরম কথা বলিস। এটাই কৌশল।



আপনার বাটপারীর জন্য আপনার মাথায় গজাল ঠুকে দেয়া উচিত।

মানে রাবারের গজাল, আর কী।



সগির সাহেব, এই ট্যাবলেট টা ৭ দিন
খাবেন। এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে
পারে— তবে ভয়ের কিছু নেই।



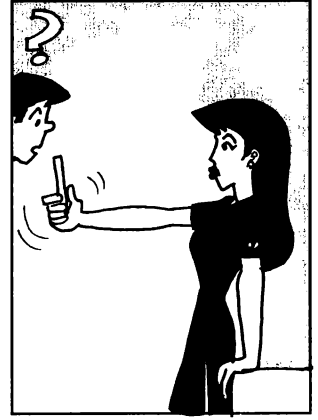
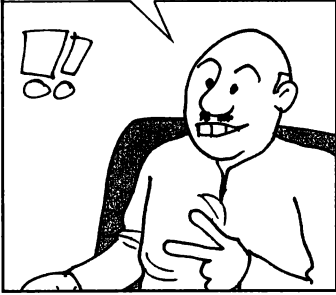
কী ধরনের
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে
পারে?



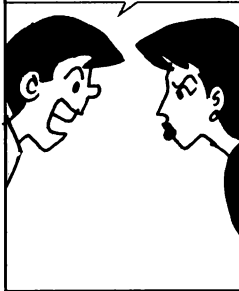
মাথা ঝিমঝিম,
একটু বমি বমি
লাগা এসব আর
কী!



আমি যদি ট্যাবলেটের পার্শ্বগুলো
কেটে খাই, তাহলে কী
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এড়ানো যাবে?



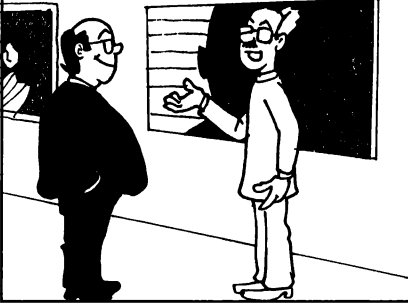
ফেসবুকের জন্য সেলফি
তুলছিস না কী? এক
মিনিট দাঁড়া।



এই নে ডুবুরির জুতো। হাঁসের মতো ঠোঁট
বানিয়ে ছবি তোলার সময় এটা পরে নে।
ভালো ছবি উঠবে।



আমি খুবই IMPRESSED আপনি দেখছি
PAINTING নিয়ে অনেক কিছু জানেন।



আমার জানাটাই
স্বাভাবিক। আমি নিয়মিত
পেইন্টিং করি।



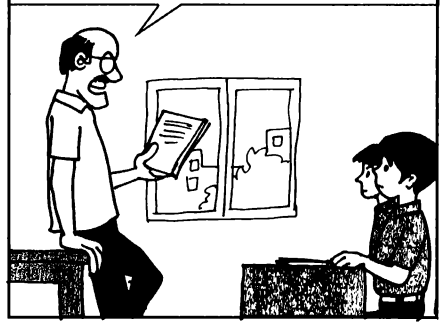
তাই নাকি?
তো কী রকম
পেইন্টিং করেন?



আমার পাকা চুল!



বলো তো, এই উপমহাদেশের ইতিহাসে
১৫৪২ সালে কী হয়েছিল?



১৫৪২ সালে
সম্রাট আকবরের
জন্ম হয়েছিল।



VERY
GOOD!
বলোতো ১৫৫৫
সালে কী
হয়েছিল?



আকবরের বয়স ১৩ বছর
হয়েছিল।



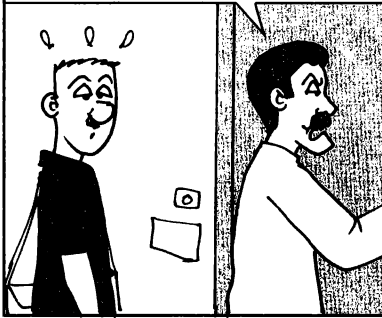
স্যার এই ই-মেইলের যুগে কেন যে মানুষ
চিঠি পাঠায়, বুঝি না। অথথা আমার মতো
পোস্টম্যানের ঝামেলা বাড়ায়!



পোস্ট অফিস তিন
কিলোমিটার দূরে! এত দূর
আমি হাঁটা আইছি!



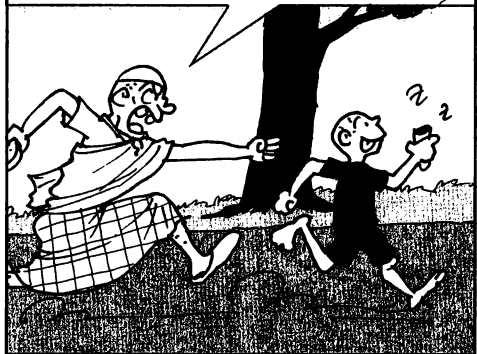
এত কষ্ট না করে চিঠিটা আমার ঠিকানা
পোস্ট বক্সে দিয়ে দিতেন?

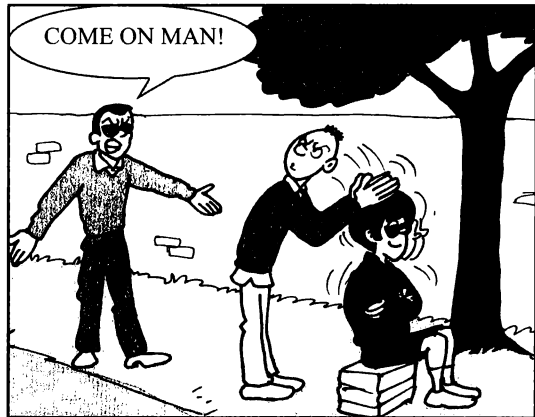


থুক! থুক!
থুক!

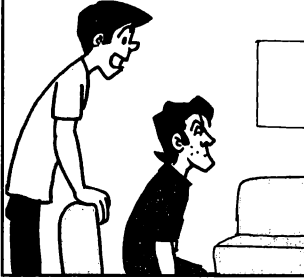


কেউটা শয়তান! টাকা দে, টাকা দে,





কিরে তুই টিভিতে নাটক দেখিস
না কি? ইদানিং দেশি চ্যানেলগুলো
কেউ দ্যাখে?



আমাদের টিভিওয়ালারা
বিনোদন চেনে না। সবাই
মিলে একই নিউজ সব
চ্যানেলে দিয়ে ভাবছে কী
দুর্ঘষ প্রোগ্রাম বানালাম।



যাও দু-চারটা কম
বাজেটের নাটক
আছে, সেগুলোতে এত
বিজ্ঞাপন দেখায় যে
নাটকই হারিয়ে যায়।
তুই কীভাবে নাটকটা
দেখছিস?



কীসের নাটক! আমি এসব নাটক-
নিউজের জ্বালায় আমার প্রিয়
বিজ্ঞাপনগুলো দেখতে পাচ্ছি না!



এতক্ষণ শুনলেন চিকিৎসা ব্যান্ডের গান 'প্রেম' যা
এখন TOP-10 চার্টের ২ নম্বার গান!

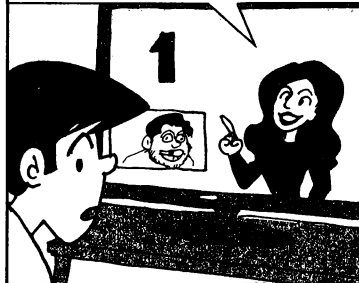
হা হা হা! বলে কী!
টপ চার্ট?



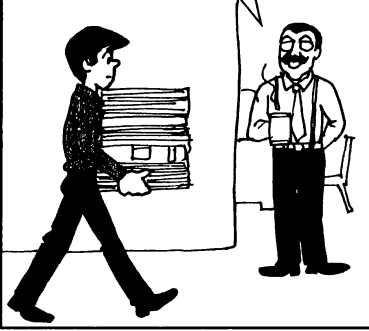
যে দেশে মানুষ পয়সা দিয়ে
সিডি কেনে না সেখানে গানের
টপচার্ট কীভাবে তৈরি করা
হয়?



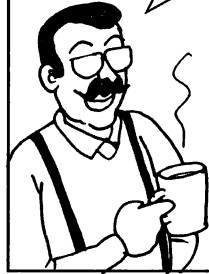
এবার শুনুন চার্টের ১নং গান দয়াল বাবা
এটি এই সপ্তাহে ইন্টারনেটে সবচেয়ে
বেশি চোরা ডাউনলোড হয়েছে। শুনুন!



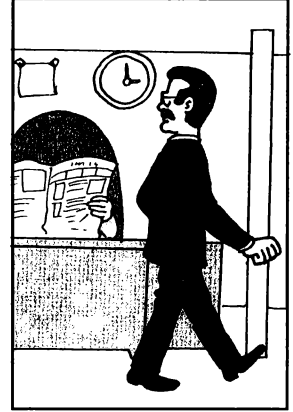
তুমি হচ্ছ আসল কাজ পাগল লোক।
এত্ত ফাইল এখন দেখবে? চমৎকার!



অন্যরা ওর মতো
কর্মঠি হলে এই অফিস
৫০% কম মানুষ দিয়ে
চালাতাম!



ভোস! ভোস...



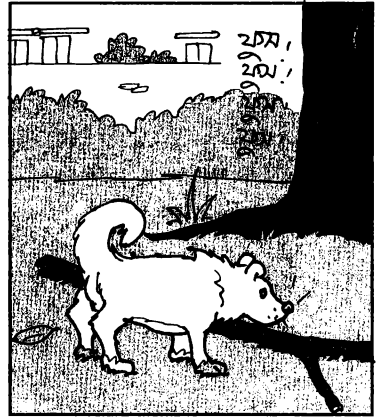
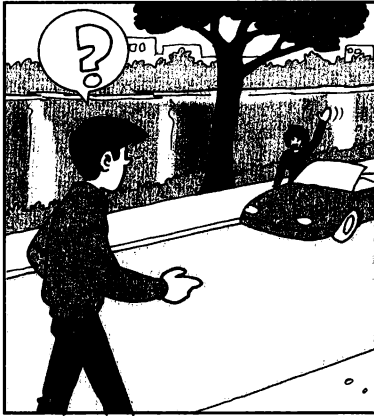
তোমরা বেশিককে দেখে শেখো।
লাঙ্কের পর তোমরা যখন বিমাও, সে
তখন খুটিয়ে খুটিয়ে পেপার পড়ে!



ওর কাছ থেকে এই টেকনিকটা শিখতেই হবে!

ভোস! ভোস!





খেয়াল করে দ্যাখ- বাংলা
ফিল্মের নায়করা কত অভদ্র
আর ভিলেনরা কত ভদ্র!



ইবলিস চৌধুরী! তুই যদি আমার
মৌসুমীর দিকে তাকাস তোর চোখ
আমি তুলে নেব। তোর কলিজা
গিলে খাব!

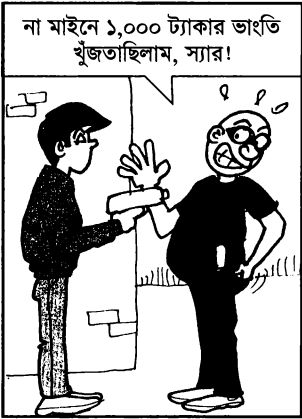
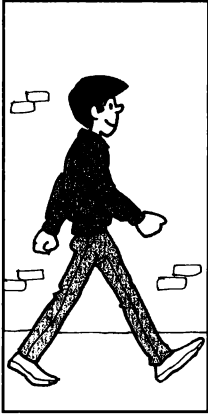


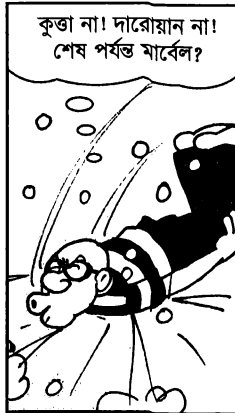
ছি ছি মান্না। এ কী
বলছ। সুন্দরী মৌসুমী
এখন নৃত্য পরিবেশন
করে আমাদের
মনোরঞ্জন করবে।
এরপর তোমার ব্যবস্থা
করব।



দ্যাখ নায়কটা ঈর্ষান্বিত, পালাপাল
করে এবং সে স্বঘোষিত
নরখাদক, আর ভিলেনটা
সৌজন্যতাপূর্ণ। সংস্কৃতিমনা এবং
কত আতিথেয়তাপ্রবণ। সে নাকি
নায়কের ব্যবস্থা করবে।





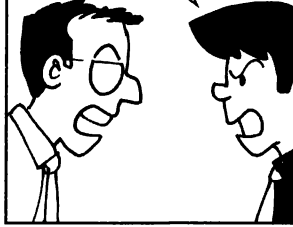


চাপাবাজ! প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, মিথ্যুক!
সুবিধাবাদী এবং স্বার্থপর। তুই একটা
জঘন্য লোক, বিল্টু।



তোকে আজ বিরিয়ানি
খাওয়াব, চল!

কিছু চাই না।
ভাগ



না তোকে বিরিয়ানি খাওয়াবোই! তুই
যেভাবে আমাকে তেল মারলি— এখন
নিজেকে মনে হচ্ছে একজন মন্ত্রী!



আমাদের আমেরিকায় সব ফসল অতি
উৎকৃষ্ট তোদের বাংলাদেশের সবকিছু কেমন
কিপটা সাইজের।



যেমন আমেরিকার পেঁয়াজ কিংবা
আলু ইয়া বড় বড় হয়। আর এ
দেশের আলু পেঁয়াজ এই টুকু-টুকু!

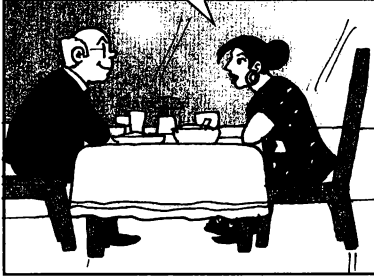


তোদের দেশের মানুষের মুখের সাইজ বড়
বলে ওগুলো বড় বড়। আমাদের মুখের
সাইজ অনুযায়ী আমাদের খাবার MR.
BIG MOUTH জিয়া!





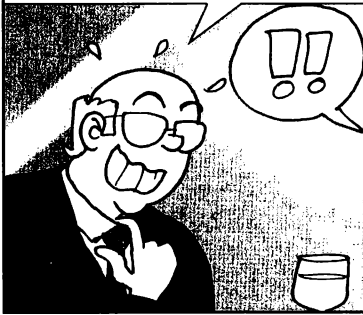
বহুদিন পর আজ রাতে তুমি আমাকে
বাইরে খাওয়ালে বলে ধন্যবাদ। এই
ক বছর আগেও প্রতি সপ্তাহে আমরা
একবার একসাথে খেতে যেতাম।



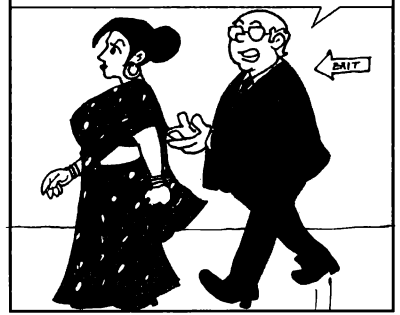
ইদানিং তুমি এসব একদমই ভুলে
যাও। তা আজ কী মনে করে আমাকে
বললে চলো বাইরে যাই?



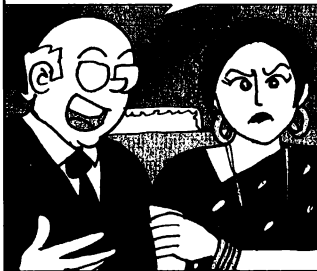
হি হি... আসলে আমি তোমার পাশে
দাঁড়ানো কুকুর বু কে বলছিলাম।
বাইরে যাবার কথা।



আরে এত রাগ করছ কেন? SORRY এখন
থেকে প্রতি সপ্তাহে আমরা বাইরে এসে
খাব। হলো তো?



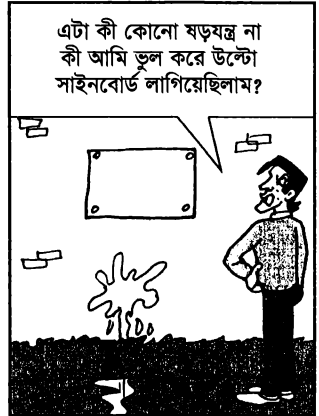
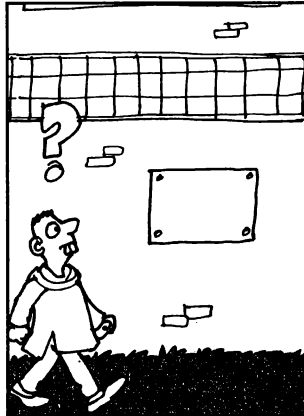
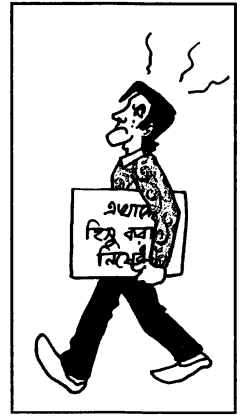
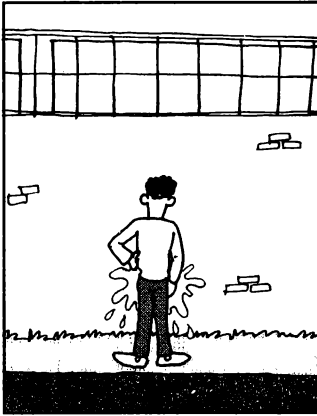
আমি একটা আস্ত খাসি।
আমি তোমায় ভালোবাসি।
আরে হাসো! আচ্ছা কী
পেলে খুশি হবে বলে তো?



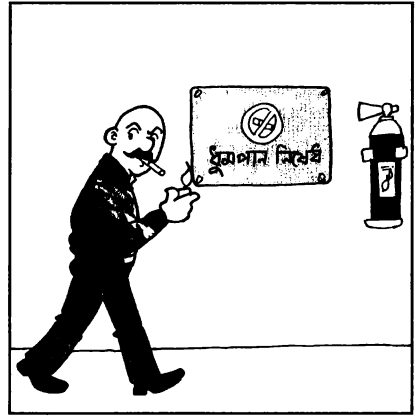
এমন তো না যে মানিব্যাগটা
প্রতিদিন হাতাও না।









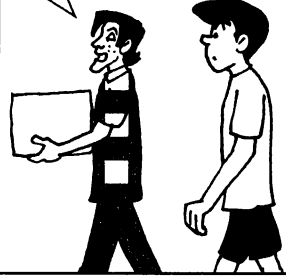




কীরে হিল্লোল হঠাৎ আমার
জন্য কী উপহার নিয়ে এলি।



এটা আমার বিদেশগামী বড় মামার
মহামূল্যবান সম্পদ যা তোর জিন্মায়
এক সপ্তাহ থাকবে। বাবা এটা
বাসায় রাখবে না।



কিন্তু কী সেই
মহামূল্যবান জিনিস
যা তোর বাবা
রাখতে চায় না।



বজ্রপাতে নিহত ব্যক্তির খুলি... এর
নাকি অলৌকিক শক্তি আছে!



বুঝলে রিয়া, বিল্বাল আমার জিন্মায়
বজ্রপাতে নিহত এক ব্যক্তির খুলি রেখে
গেছে যার নাকি যাদুকরী....



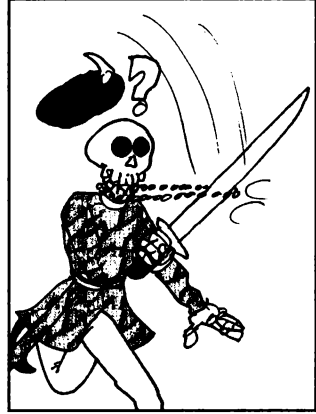
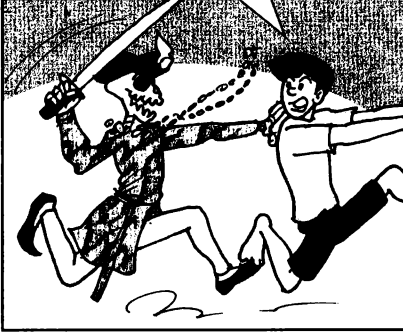
হুঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ! লর্ড
ক্রাইভ?



পরে ভিস্টার্ব করুন। দেখছেন না আমি
এখন প্রেম করছি?



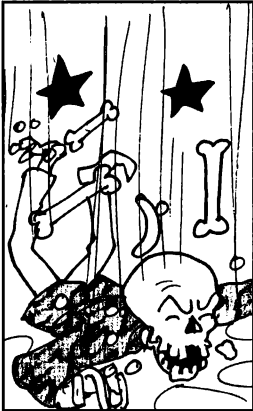
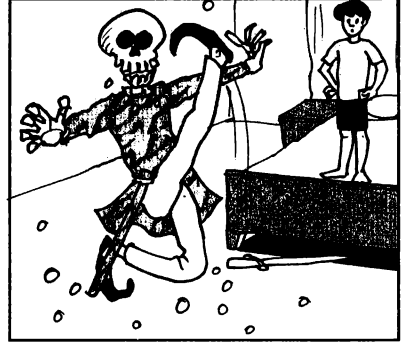
আরে নবাব সিরাজের ভূত আমি লর্ড ক্লাইভ
নই! আমি বেসিক আলী!



আমাকে ধর!



নবাব সিরাজের ভূত বেসিককে লর্ড ক্লাইভ
ভেবে আক্রমণ করেছিল!



শিক্ষা : ঐসব মুক্তার
মালা পরে যুদ্ধে যাওয়া
ঠিক না, নবাব!



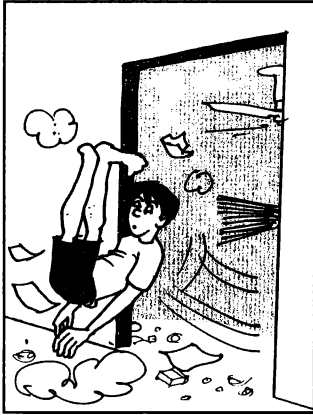
দুপুর হয়ে গেছে এখনো ঘুমাচ্ছিস!
বুয়াকে ঘর ঝাড়ু দিতে দিচ্ছিস
না। এক্ষুণি ওঠ না হয় আমি চরম
পদক্ষেপ নেব!



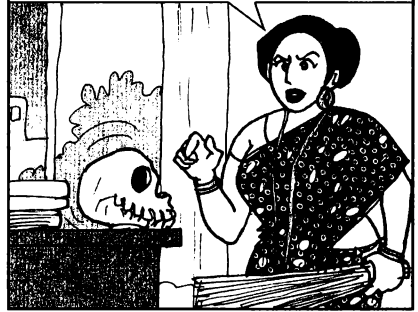
সিরাজউদ্দৌলার ভূতের
জ্বালায় ঘুম হয়নি। যাও
তো ডিস্টার্ব করো না!



তবে রে!



একী, বেসিকের টেবিলে এই খুনি কেন! আচ্ছা
এটাই কী বেসিকের সিরাজউদ্দৌলার ভূত?
যত্তসব আজগুবি কথা!



কী তুঁই আজগুবি,
যঁষোটি বেঁগম!

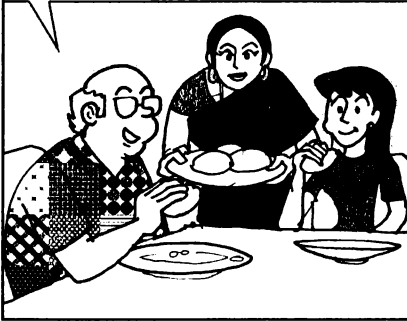


আমি যঁষোটি? বেয়াদপ ভূত!





দুর্দান্ত স্বাদ হয়েছে মলি। তোমার বানানো
ভাপা পিঠার তুলনা হয় না।



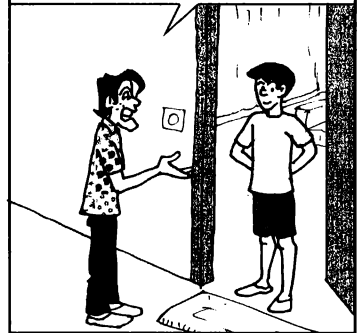
হ্যাঁহ! এঁটা কেঁন পিঠা
ইলো? আমি কোনো স্বাদই
পাচ্ছি না।



কোন গাধা এই কুপিড ভুতটাকে পিঠা খাওয়াচ্ছে?
মুণ্ডটাকে ডাস্টবিনে ফেল!



দেস্ত আমার মামা ফিরে এসেছে! সে
তার অলৌকিক খুলিটা ফেরত চায়।

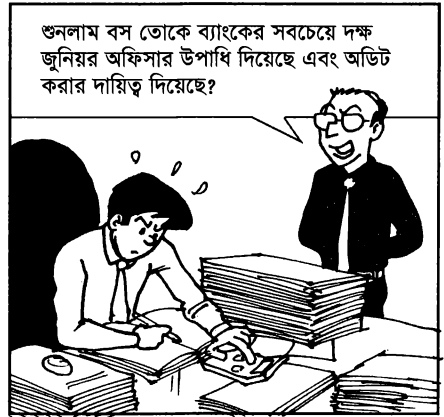


কাল আয়। ঐ খুলিটা
এখন একটু ব্যস্ত আছে।



বুঁ হাঁ হাঁ হাঁ পালা পালা, আমি এই
বিশ্বে নরক প্রতিষ্ঠা করব, হাঁ হাঁ...





গ্রেট নিউজ দোস্ত। আমি পদ্মা ব্রিজ নির্মাণের জন্য ১২ লাখ বাঁশ সাপ্লাইয়ের সাব কন্ট্রাক্ট পেয়েছি। ৬০ লাখ টাকা লাভ।



নিরু মাস্তান এ জন্য আমাকে কিছু এডভান্সও দিয়েছে। দোস্ত আমি বড়লোক হয়ে যাচ্ছি।



কিন্তু ১২ লাখ বাঁশ তুই পাবি কোথায়? বাঁশ না পেলে নিরু তোকে কেটে টুকরা টুকরা করে দেবে!



এত সোজা? নিরু আমাকে পাবে কোথায়? আমি পুবাইলে টিংকুদের বাগান বাড়িতে পালাচ্ছি।



তোর দোস্ত হিল্লোলইল্লা আমার থেকা ট্যাকা নিছিল ১২ লাখ বাঁশ সাপ্লাই দিব বইলা।



আমি কিছু জানি না।

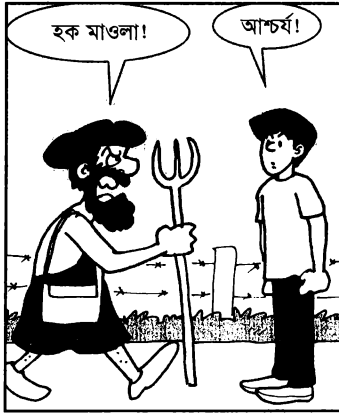
হিল্লোল কই না কইলে তোরেই কাঁচা খামু।



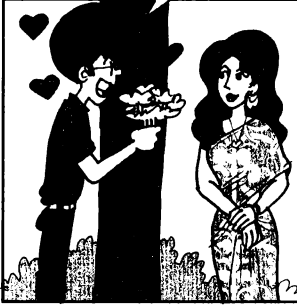
বলছি নিরুতাই বলছি।

বস আপনে ডাস্টবিন হাতান কেন?





AS USUAL তোমাকে শাড়িতে
দুর্দান্ত লাগছে। এসো তোমার
চূলে ফুল গুঁজে দেই!



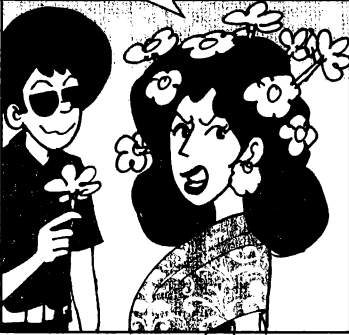
কী সুইট তুমি!



চূলে ফুল আরো
দারুণ লাগছে।



তুমি কী আমাকে ফুল গাছ
বানানোর চেষ্টা করছ?



ঝড়ো ঝড়ো ঝড় বারি ঝড়িছে!
তোমাকে আমার মনে পরিছে!

OH YEAH



ফুলের বনে আছে মধু আরো
আছে কাঁটা, পটল তুলিতে
না জানিলে ভবিষ্যৎ ঘনঘটা!
OH YEAH !



এখানে তুই বাদ্য
বাজাবি! নে!



মিলিয়ে বাজ! G Major!

ভেউউ!







এই যে বেসিক একটু শুনে যাও!



আতিক স্যার এটা হচ্ছে বেসিক আলী। আমি একটু আসছি।

আরে... বক বক!

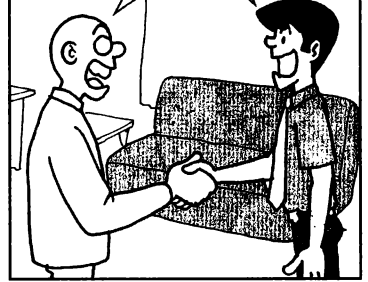


এহম! আমার ঘর থেকে একটু বেসিককে ডেকে আনো। চিন্তা নেই এরপর আরেকজনকে পাঠাব তোমাকে উদ্ধার করতে।



তো বুঝলে আমার নাতিটা কম্পিউটার চালায়। জিনিয়াস।

জ্বি! জ্বি আমি একটু বাথরুমে যাই?



সেদিন সে একটা ৫০০ পৃষ্ঠার উড়োজাহাজ নির্মাণের নির্দেশিকা প্রিন্ট দিল।

বাথরুম!
বাথরুম!

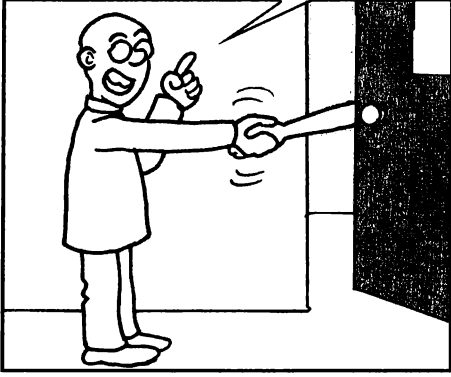


বয়স ৫ হলে কী হবে। এখনি সে পিকাসোর মতো আর্টিস্ট। সারা বাড়ির দেয়ালে সে মুরাল একেছে।

জ্বি! জ্বি



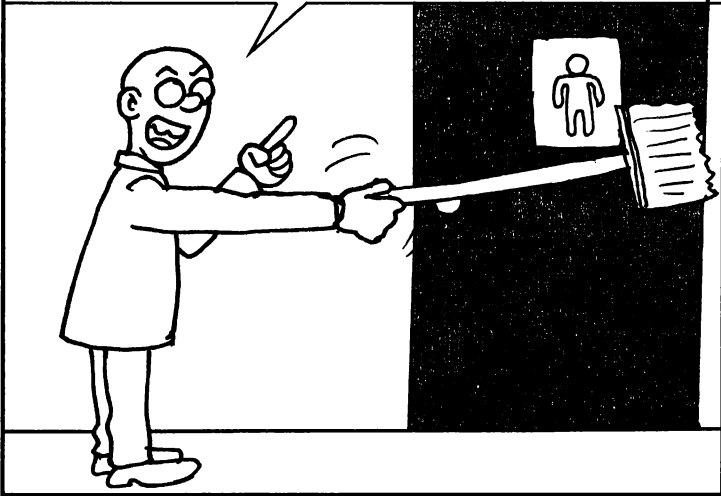
আমার ৫ বছরের নাতিটা রান্নাও জানে। সেদিন
তার মা ডাল রাখছে সে গিয়ে ওতে ৩ চামচ লবণ
দিয়ে দিল! কী জিনিয়াস।



জ্বি! জ্বি!



আর সে যে কী দুর্ধর্ষ নাচে সেটা অক্ষয় কুমারকে
হার মানায়। চাম্বাক চলো!



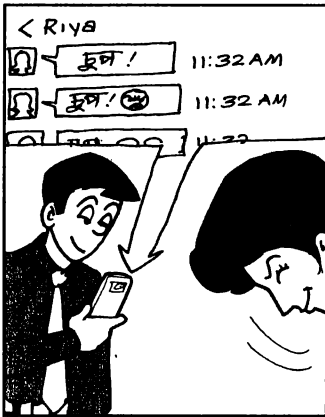
তোমাকে বললাম আমি এসে তোমার কম্পিউটার ঠিক করে দিচ্ছি। না! তুমি দিলে কম্পিউটার রিস্টার্ট করে।



এখন বলছ আমি তোমার ফাইলটা রক্ষা করলাম না। আরে এটা কার দোষ?



আরে ধ্যাং! এ সময় কে এত SMS পাঠাচ্ছে?









নতুন HOBBIT ছবিটা দেখেছ?
দূর্ধ্ব হয়েছ। এর একটা দৃশ্যে
হবিট টা...



খক!



আমি দেখেছি পিকে।
আমির খানের দারুন
ছবি ... আরে তুমি এত
খক খক করছ কেন?



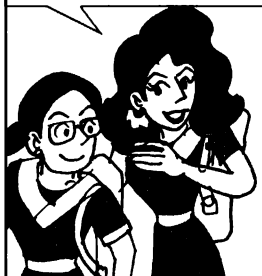
খক খকই যদি
করতে থাকো,
তাহলে রাশি,
খোদা হাফেজ।



কুত্তা! শয়তান মশা,
তোদের সাথে আমার কথা
বন্ধ!



নয়া রোমিওটাকে দেখেছিস?
গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কী
ভাব নিচ্ছে? কেমন চিড়িয়া!



ইশ, আবার চুল
আঁচড়ায়!



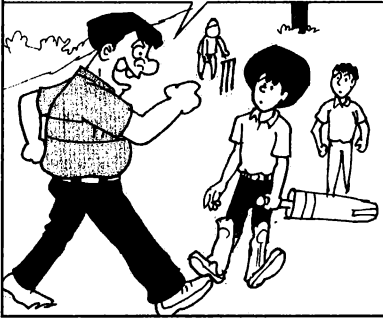
এ কী! পরচুলা।
হা হা হা হা হা।







হ্যাঁ রে ম্যাজিক আজ কিন্তু তাদের আজিমপুর
বয়েজদের হারাতেই হবে। তাদের ভক্ত
হিসেবে আমি ৫০০ টাকা বাজিও ধরেছি।



আমাকে এ বাজিতে
জিততেই হবে।



তাদের আরো ভালো
খেলতে হবে, ৫০০
টাকা লস করাবি না!



আজিমপুরী দোস্ত, আজ
আমরা একটু পাতানো
খেলি? তাদের সবাইকে
মোগলাই খাওয়াব!



ইয়াহ্ ম্যাজিকের টিম জিতেছে!
আমি ৫০০ টাকা বাজি জিতেছি।

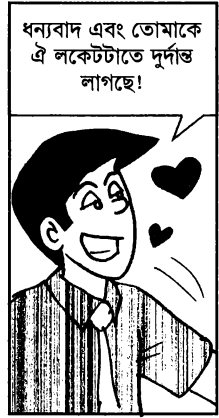


আমরা জিতেছি কিন্তু তুই
বেজার কেন?

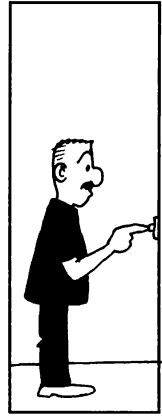
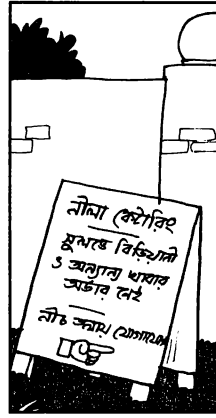


আর হাড্ডি বাঁচাতে ১,০০০
টাকা দিয়ে প্রতিপক্ষকে ম্যানেজ
করেছি। খুশির কী আছে?
ইমরানের মতো ভক্ত থাকা
একটা অভিশাপ।

















হা হা মলি, দেখে যাও আমার নয়া
মাস্টার পিস মলি লিসা।



এটা কী আমার ছবি ঐকেছ? আমি
তো টিপ দেই না।



নো প্রবলেম মলি লিসা!



কী হলো তুমি বাবার সাথে
রাগ করছ কেন?

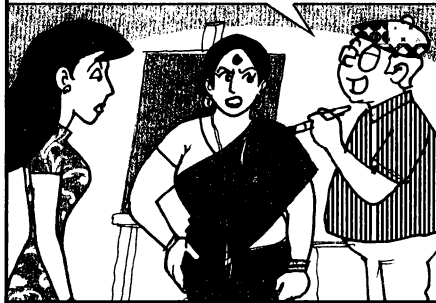
কারণ সে জোর
করে আমার কপালে
তেল রঙ দিয়ে টিপ
দিয়েছে।



এবং সে এই টিপটা
আমাকে মুছতে
দিচ্ছে না!



হ্যাঁ, কারণ ঐ টিপটা আমার আর্ট তুমি হচ্ছ
আমার আর্ট। তুমি হচ্ছ আমার আর্ট গ্যালারি।
এসো টিপের নিচে স্বাক্ষরটা দিয়ে দেই।





কী দাদা-দাদু না কী তোমার
দুর্ব্যবহারে রাগ করে তোমাকে
ছেড়ে আলাদা ঘরে চলে গেছে?



এখন না কী তুমি
দাদুকে অনুন্নয় বিনয়
করে ফিরে আসতে
বলছ?



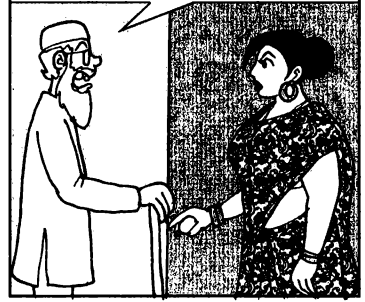
আসলে তুমি একটা খুব
সুইট খিটখিটে বুড়ো।
দাদুকে তুমি অনেক
ভালোবাসো।



মোটেও তা না। আমি
ভূতের ভয়ে একা ঘুমাতে
পারি না!



দ্যাখো তো বৌমা! তোমার শাওড়ি
আমার সাথে রাগ করে আলাদা ঘরে
ঘুমাচ্ছে। তাকে ফিরিয়ে আনো!



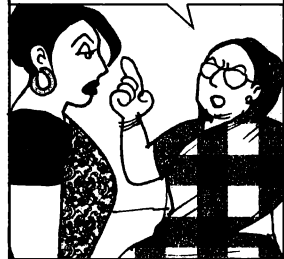
না বৌমা! তার আচরণ অসহ্য!
একটু আগে সে অনেক ভালো
ভালো কথা বলে আমাকে রাজি
করে ফেলেছিল।



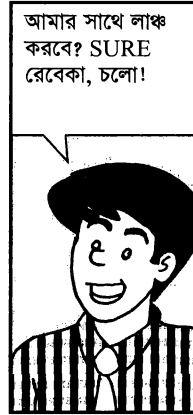
বলল, ভূতের
ভয়ে সে একা না
কি ঘুমাতে পারে
না। বেশ। আমি
তার ঘরে ফিরে
যাচ্ছিলাম।



তখন সে বলল আমার গায়ে
এত পচা গন্ধ যে সব ভূত
পালিয়ে যায়। এরপর কীভাবে
তার কাছে ফিরে যাই?







হা হা দোস্ত । আজ আমি সেই
২০০ ডলার দামের আমেরিকার
জুতো জোড়া অবশেষে পেয়েছি ।



২০০ ডলার দিয়ে এই জুতা
তোকে তোর মামা কিনে দিল?



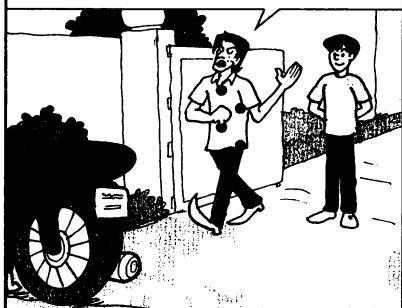
বুঝেছি! এই জুতা নিশ্চয়
বিশেষ পেশার লোকদের
জন্য তৈরি!



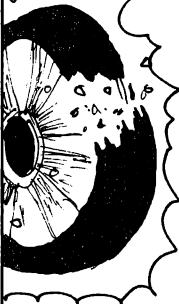
এটা ভাড়াটে খুনিদের জন্য
তৈরি । এটা একই সাথে জুতা
এবং তলোয়ার ।



আমার ২০০ ডলার দামের চোখা জুতা নিয়ে
কোনো টিটকারি সহ্য করব না । এটা অত্যন্ত
ফ্যাশনেবল । এটা আমেরিকান ।



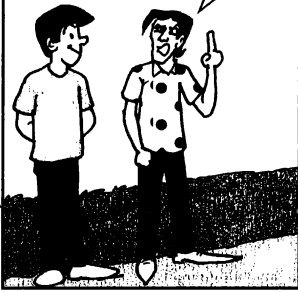
ঠাম!



কেমন থার্ডক্লাস টায়ার! জুতোর গুতা খেয়ে ফেটে যায়!



দ্যাখ, তুই আমার ২০০ ডলারের
চোখা জুতো নিয়ে টিটকারি
করবি না। এটা খুবই স্টাইলিশ!



পিছিয়ে দাঁড়া। একটা গাড়ি
আসছে।

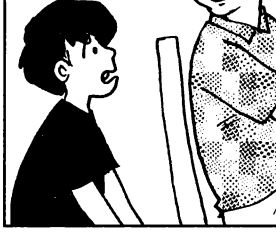


একতালা, দোতলার চাচা-চাচি,
আম্মা গোওও! এটুকু সাহায্য
করেন!



ভিক্ষা না করে আমাদের বাসায়
কাজ করবে মফিজ?

তাইলে হ্যার কী
হইব?



গরিব দুঃখী বোবা
বেচারাকে তো
কেউ চারকি দিব না
ভিক্ষাও দিব না!

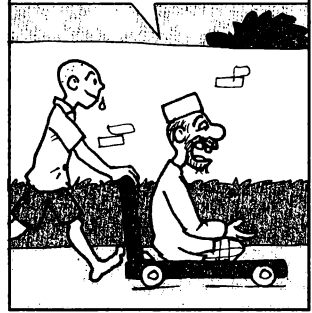


ও! তোমার ভিক্ষার পার্টনার তো
আসলেই প্রচণ্ড বেকার আর গরিব!



ক্যাক!

৫ তালা, ৪ তালা, ৩ তালা,
দোতলার আচ্ছা দুগা ভিক্ষা দেন।
আম্মা গোওও!



আম্মা গোওও

ক্যাক!

ইয়ানতন চল কাদেইরা!
ইয়ানে বড়লোকের
পোলাপাইন ভিক্ষা করে আর
আমরা তো ফালতু!



বেলু ভাই, আমাদের ফুটবল টুর্নামেন্টের জন্য কিছু চান্দা দাও!



চান্দা!
আমি!

তোমরা বড়লোক। তোমাগো চান্দা দেওনের ক্ষেমতা কী আমার আছে?



আরে ব্যাটা পোলাপানের চান্দাবাজির শখ হইসে, কিছু দিয়া দে, নইলে দোকান ভাঙবো, অরা ছাত্র না?



আরে ধুর! আমরা চাচ্ছি তোমাদের দিয়ে আমাদের টিমকে স্পন্সর করতে। তাতে তোমাদের প্রচার বাড়বে।



এক সেকেন্ড! এক সেকেন্ড! তোমার জার্সিতে কী লেখা?



'HAVE TEA AT BELUS'? মানে?



মানে বেলু ভাইয়ের চায়ের দোকান এই জার্সি স্পন্সর করেছে!



তুমি বলতে চাইছ তোমাদের পাড়ার
এক চায়ের দোকানদার তোমাদের
সবার জাসী স্পঙ্গর করেছে?



সবার না। আমাদের গোলীর
জাসী স্পঙ্গর করেছে
আরেকজন।



শর্ত অনুযায়ী গোলীর জাসীতে স্পঙ্গরের
বিজ্ঞাপনও আছে।



না না! আগেই বলে দিও না। আমার
এক সাথে মোস্ট ওয়েলকাম-৩
দেখব। আগেই গল্প বলে দিলে তো
মজা পাব না!



ভোস ভোস
ভোস ভোস!



এবার বলো— কী হলো সিনেমাটায় নায়ক
কত জনকে ওয়েলকাম করেছে?

